ইসলাম ও ঈমান
ভঙ্গের কারণ
ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
সবুজপত্র

ইসলাম ও ঈমান
ভঙ্গের কারণ

ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
সহকারী অধ্যাপক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ

ISBN 978-984-8927-81-6

প্রকাশক: সবুজপত্র পাবলিকেশন্স'র পক্ষে মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
বিক্রয়কেন্দ্র: ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন: ০২ ৪৭১১২৫৭৭
মোবাইল: ০১৭৫০০৩৬৭৮৭, ০১৭৭১৫৫৭৯০৯, ০১৭৭১১৪৪৭২৬
বিকাশ-মার্চেন্ট এবং রকেট ও নগদ পার্সোনাল- ০১৭৭১১৪৪৭২৬
পরিবেশক: ০১৭৫০০৩৬৭৯০, ০১৭৫০০৩৬৭৯২ (বাংলাবাজার)
০১৭৫০০৩৬৭৯১ (মগবাজার), ০১৭৫০০৩৬৭৯৩ (কাঁটাবন)
website: www.sobujpatro.com
e-mail: info@sobujpatro.com
fb.com/sobujpatrobd

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি, ২০২১ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: শাকির এহসানুল্লাহ

কম্পোজ: আবদুর রহমান সাব্বির ও মাহবুবুর রহমান

মুদ্রণ: মাদার প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা

মূল্য: একশত বিশ টাকা মাত্র

نَوَاقِضُ الْإِسْلَامِ وَالْإِيْمَانِ (باللغة البنغالية)
تأليف: الدكتور محمد إمام حسين
الناشر: مكتبة سوبوز بترو، داكا، بنغلاديش

UNDERMINE ISLAM AND IMAN (in Bangla)
by Dr. Mohammad Imam Hossain
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: Taka One Hundred Twenty only.

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করে সরল-সঠিক পথের দিশা দিয়ে ধন্য করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, যিনি তাঁর উপর নাযিলকৃত 'দীন' আমাদের কাছে পৌছে দিয়েছেন নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গরূপে, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ-সংশয় নেই। অতঃপর–

আমরা জানি, মানবজীবনে 'ঈমান' সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ, অপরিহার্য ও অনস্বীকার্য একটি বিষয়। ঈমানের মূলধন ব্যতীত জীবনের যাবতীয় তৎপরতা সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য ও সর্বোতভাবে ব্যর্থ। আমরা এ কথাও জানি যে, আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

কিন্তু, অনেকেই জানে না যে, 'ইহকালীন' ও 'পরকালীন' জীবনকে আলাদাভাবে বিবেচনার কারণে অজ্ঞাতসারেই যে কেউ ঈমান ও ইসলামের মহানিয়ামতের গণ্ডি থেকে ছিটকে পড়ে 'বেঈমান' ও 'অমুসলিম' হয়ে যেতে পারে। 'মুক্তচিন্তা', 'প্রগতি', 'স্বাধীনতা' ইত্যাদি পরিভাষাগুলোর অপপ্রয়োগের কবলে পড়ে অনেকেই নিজেদের সীমিত ও অপ্রতুল জ্ঞানের উপর ভর করে 'ঈমান ও ইসলাম'-এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, গভীর, ব্যাপকতর কল্যাণকর বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ করে বিপরীতমুখী অবস্থান নিয়ে এর মাধ্যমে জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে। সে হয়তো খেয়ালই করে না যে, নিজের জ্ঞান-যুক্তি ও বুদ্ধিতে আসুক বা না আসুক ইসলামে প্রবেশ করতে হবে পরিপূর্ণভাবে; এখানে 'কিছু মানা' আর 'কিছু ছাড়া'র কোনো অবকাশই নেই।

বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও দা'ঈ ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন এই গ্রন্থে এমনসব বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করেছেন, যেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট, স্বচ্ছ ও দালিলিক জ্ঞান রাখা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক। কারণ, দল-মত নির্বিশেষে প্রত্যেকেই যেন জীবনের সব ক্ষেত্রে 'ইসলাম ও ঈমান' ভঙ্গ হয়ে যেতে পারে– এমন বিষয়গুলোর প্রতি পূর্ণ সচেতনতা ও সাবধানতা অবলম্বন করে জীবনের কঠিনতর পরিস্থিতিতেও যেন নিজের ঈমান রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হতে পারেন।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ঈমানের উপর অবিচল থেকে ইসলামের সকল বিধি–বিধান যথাযথভাবে পরিপালনের তাওফীক দিন এবং আখিরাতের নাজাত ও কল্যাণের অংশীদার করুন। আমিন!

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন
সম্পাদক ও প্রকাশক, সবুজপত্র পাবলিকেশন্স

লেখক পরিচিতি

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার কৈয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নুর আহমাদ, মাতার নাম আনোয়ারা বেগম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যথাক্রমে একাদশতম ও দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স) ও এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে প্রথম স্থান অধিকার করে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। পরবর্তীতে একই বিভাগ হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। কামিল (হাদীস) পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। তিনি 'নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মাসজিদ' (গুলশান, ঢাকা) ও উত্তরা ১১নং সেক্টর 'বায়তুন নূর জামে মাসজিদ'-এ খতীব হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তিনি তাফসীরুল কুরআন, খুতবা, ওয়াজ মাহফিল, বিভিন্ন আলোচনা ও লেখনীর মাধ্যমে শির্কমুক্ত তাওহীদি ঈমান এবং বিদ'আতমুক্ত সুন্নাতি আমলের দাওয়াতের কাজ করে থাকেন (www.tafseerulquran.com)। তাঁর লিখিত ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এগারোটি গবেষণা প্রবন্ধ বিভিন্ন রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

***

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، أَمَّا بَعْدُ:

ইসলাম মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামের পাঁচটি খুঁটি রয়েছে। একইভাবে ঈমানের কিছু মূলনীতি রয়েছে, কিছু শর্ত রয়েছে, ছয়টি খুঁটি রয়েছে। ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গেরও অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দশটি কারণ রয়েছে। ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ জানা প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ, একজন মুসলিমের নিকট ইসলাম ও ঈমান সবচেয়ে দামি ও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্রত্যেকটি আমলের ক্ষেত্রে তা ভঙ্গের কারণসমূহ জানার চেষ্টা করি। যেমন- ওযূ ভঙ্গের কারণ, সালাত ভঙ্গের কারণ, সিয়াম ভঙ্গের কারণ, তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ প্রভৃতি। আমল থেকে ঈমানের গুরুত্ব অনেক বেশি। ঈমান না থাকলে আমল কোনো কাজে আসবে না। প্রথমে আমরা ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। ইসলাম হলো-

هُوَ الْاِسْتِسْلَامُ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

ইসলাম হলো তাওহীদের সাথে মহান আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ, আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং শির্ক ও শির্ককারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা। [দুরূসুন ফি শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান (রিয়াদ; মাকতাবাতুর রুশদ, তৃতীয় সংস্করণ) পৃ-১৫]

এ ইসলামে প্রবেশ করার পরে জেনে বা না জেনে এমন কোনো কাজ করে ফেলা, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, এ কাজগুলোই ইসলাম ভঙ্গের কারণ। এ কারণগুলো জানা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার নিকট যে দু'আ করেছিলেন, তা আল্লাহ তাআলা আমাদের শিক্ষার জন্য আল-কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝٣٥ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۝٣٦﴾

“এবং আমাকে ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রেখো। হে আমার মালিক, নিঃসন্দেহে এগুলো (মূর্তি) বহু মানুষকেই গোমরাহ করেছে।” [সূরা ১৪: ইবরাহীম ৩৫-৩৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালামে ইসলামের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

«اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا»

“ইসলাম হচ্ছে এই- তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল, সালাত কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে, রামাদানের সিয়াম পালন করবে এবং যদি পথ অতিক্রম করার সামর্থ্য হয় তখন বাইতুল্লাহর হজ্জ করবে।” [সহীহ বুখারী: ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম: ৮]

ঈমানের সংজ্ঞা হাদীসে জিবরীল আলাইহিস সালামে এভাবে এসেছে,

«أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

“ঈমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর প্রেরিত নবীগণ ও শেষ দিনের উপর ঈমান রাখবে এবং তুমি তাকদীর ও এর ভালো ও মন্দের প্রতিও ঈমান রাখবে।” [সহীহ বুখারী: ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম: ৮]

ঈমানের সংজ্ঞায় শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহ (১৩৩০-১৪২০ হি.) বলেন,

اَلتَّصْدِيْقُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ وَبِكُلِّ مَا شَرَعَهُ اللهُ لِعِبَادِهِ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَعَقِيْدَةٍ

“আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বর্ণনা করেছেন, তার সবকিছু বিশ্বাস করা এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন কথা, কাজ ও বিশ্বাসের মাধ্যমে তা সত্যায়ন করা।”

ইসলাম ভঙ্গের কারণ ও ঈমান ভঙ্গের কারণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম ভঙ্গের কারণগুলোই প্রকৃতপক্ষে ঈমান ভঙ্গের কারণ।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ ﴾

"কুফরী শব্দ এরা আসলেই বলেছে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণের পরই তারা তা অস্বীকার করেছে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৭৪]

আর মু'মিনদের ব্যাপারে বলেছেন,

﴿ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

"তোমরা দোষ ছাড়ানোর চেষ্টা করো না। একবার ঈমান আনার পর তোমরা পুনরায় কাফির হয়ে গিয়েছিলে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৬৬; দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৩০]

না জেনে কোনো ঈমান ভঙ্গের কাজ করলে এ ক্ষেত্রে ওজর গ্রহণযোগ্য কি-না? তা কারণ দেখে নির্ণয় করতে হবে। 'না জানা' এটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যদি কেউ এমন দেশে বসবাস করে, যা মুসলিম দেশসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন, যেখানে কাফির ছাড়া কোনো মুসলিম বসবাস করে না, তার পক্ষে কোনোভাবেই জানা সম্ভব হয়নি, তার ক্ষেত্রে ওজর গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি মুসলিমদের মাঝে বা মুসলিম দেশে বসবাস করে, কুরআন, হাদীস ও আহলুল ইলমদের কথা শুনে, এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'না জানার' ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। [দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৩০-৩১]

কোনো ব্যক্তি যেকোনো একটি ইসলাম ভঙ্গের কাজ করল অতঃপর তাওবা করল, তার তাওবা গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা সকল গুনাহ্গার, মুরতাদ ও অপরাধীর তাওবা কবুল করেন। তিনি বলেন,

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾

"আমি অবশ্যই তার প্রতি ক্ষমাশীল যে ব্যক্তি তাওবা করল, ঈমান আনল, নেক কাজ করল, অতঃপর হেদায়াতের পথে থাকল।" [সূরা ২০; ত্ব-হা ৮২]

তিনি আরো বলেন,

﴿ قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾

“(হে নবী) তুমি (তাদের) বলো, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে (কখনো) নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ তাআলা (মানুষের) সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৫৩]

যারা তাওবাবিহীন এবং কুফরী করতে করতে মারা যায়, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ﴾

“কিন্তু যারা একবার ঈমান আনার পর কুফরীর (পথ) অবলম্বন করেছে, অতঃপর তারা এই বেঈমানী (কার্যকলাপ) দিন দিন বাড়াতেই থেকেছে, (আল্লাহর দরবারে) তাদের তাওবা কখনো কবুল হবে না।” [সূরা ৩; আলে-ইমরান ৯০]

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾

“যদি তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে যায়, অতঃপর সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এমন অবস্থায় যে, সে (সুস্পষ্ট) কাফির ছিল বা মুরতাদ হওয়ার পর।” [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২১৭]

তবে যিনি কুফরী করার পর তাওবা করবেন, আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন।

কুফর ও শির্ক এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কাফির ব্যক্তি রবকে অস্বীকার করে, সে রবের উপরে ঈমান আনে না। যেমন ফির‘আউন, মহান আল্লাহর সিফাত অস্বীকারকারী মু‘আত্‌তিলাহ (اَلْمُعَطِّلَةُ), বিবর্তনবাদী, প্রকৃতিবাদী প্রভৃতি, কিন্তু মুশরিক রবের উপর ঈমান আনে, আবার রবের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে।

ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে যে কারণগুলো সমাজে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হয়ে থাকে, যে কারণগুলোতে বেশি ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গ হয়ে থাকে, এ ধরনের কারণসমূহ আহ্‌লুল ইল্‌ম সালাফগণ দশটি সাব্যস্ত করেছেন। এ দশটি কারণকে সবচেয়ে ভয়াবহ হিসেবে উলামায়ে কেরামগণ চিহ্নিত করেছেন। এ কারণে ইসলাম ও ঈমান সংরক্ষণের প্রয়োজনে এ দশটি কারণ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ দশটি কারণ নিজে জানা এবং অন্যকে জানানো প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

‘ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণ’ এ বিষয়টিকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলিম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কেউ কেউ এ বিষয়ের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফিক্হের গ্রন্থসমূহে ‘মুরতাদের হুকুম সংক্রান্ত অধ্যায়’ শিরোনামে আলাদা অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন। এ অধ্যায়ে ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ আলোচনা করেছেন। কোনো মুসলিম ইসলাম ভঙ্গের কোনো কাজ করলে তার হুকুম কী হবে তা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উক্ত গ্রন্থসমূহে ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের অনেকগুলো কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। শরী‘আতের উদ্দেশ্যসমূহের (مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَةِ) মধ্যে দীনের সংরক্ষণ (حِفْظُ الدِّيْنِ) খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ»

“যে লোক তার দীন বদলে ফেলে, তাকে হত্যা করো।” [সহীহ বুখারী: ৩০১৭; জামে‘ আত-তিরমিযী: ১৪৫৮]

আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُوْلُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

“কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, তিন-তিনটি কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা বৈধ নয়। (যথা) জানের বদলে জান, বিবাহিত ব্যভিচারী, আর নিজের দীন ত্যাগকারী মুসলিম জামা‘আত থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া ব্যক্তি।” [সহীহ বুখারী: ৬৮৭৮; সহীহ মুসলিম: ১৬৭৬]

শরী‘আতের উদ্দেশ্যসমূহ (مَقَاصِدُ الشَّرِيْعَةِ) হলো পাঁচটি–

(১) দীনের সংরক্ষণ (حِفْظُ الدِّيْنِ)।

(২) নফসের সংরক্ষণ (حِفْظُ النَّفْسِ)।

(৩) আক্বলের সংরক্ষণ (حِفْظُ الْعَقْلِ)।

(৪) সম্পদের সংরক্ষণ (حِفْظُ الْأَمْوَالِ)।

(৫) বংশধারা ও সম্মানের সংরক্ষণ (حِفْظُ الْأَنْسَابِ وَالْأَعْرَاضِ)।

ইসলাম ও ঈমান কয়েকটি মাধ্যমে ভঙ্গ হয়। যেমন–

(ক) কথার মাধ্যমে: কোনো কুফরী বা শির্কী কথা বলা। তবে বাধ্য হলে তা ভিন্ন হুকুম। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾

"অথচ তারা কুফরী বাক্য বলেছে এবং ইসলাম গ্রহণের পর কুফরী করেছে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৭৪]

ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা কৌতুক করে কোনো কুফরী বা শির্কী কথা বললেও ইসলাম ভেঙে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৬৫-৬৬]

তবে কাউকে কুফরী কথা বলতে বাধ্য করা হলে, তার অন্তরে যদি ঈমান বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার ঈমান ভঙ্গ হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত।" [সূরা ১৬; আন-নাহল ১০৬]

(খ) বিশ্বাসের মাধ্যমে: যদি কেউ অন্তরে ইসলামের বিপরীত বিশ্বাস স্থাপন করে, তার ইসলাম ও ঈমান ভেঙে যায়। যেমন, যদি কেউ বিশ্বাস করে সালাত ফরয নয়, যাকাত ফরয নয়, সুদ হালাল প্রভৃতি।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ﴾

"যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।" [সূরা ৬৩; আল-মুনাফিকূন ১]

﴿يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ﴾

"তারা মুখে তা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই।" [সূরা ৪৮; আল-ফাতহ ১১]

(গ) কর্মের মাধ্যমে: যদি কেউ কোনো কুফরী কর্ম করে, তার ইসলাম ও ঈমান ভেঙে যায়। যেমন, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা, কবরে সিজদা করা প্রভৃতি। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُۥ﴾

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'। তাঁর কোনো শরীক নেই।" [সূরা ৬; আল-আন'আম ১৬২-১৬৩]

(ঘ) সন্দেহ বা সংশয়ের মাধ্যমে: যদি অন্তরে সন্দেহ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তা ঠিক কি-না? মৃত্যুর পর পুনরুত্থান আছে কি-না? জান্নাত ও জাহান্নাম আছে কি-না? তাহলে ইসলাম ও ঈমান ভেঙে যায়।

ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের বিষয়ে খারেজীগণ সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা কবীরা গুনাহের মাধ্যমেও কুফরীর হুকুম প্রদান করে মুসলিমদের রক্ত হালাল করেছে। অপরদিকে মুরজিয়াগণ কুফরী করার পরও ঈমান ভঙ্গের হুকুম প্রদান করেনি। এ ক্ষেত্রে সঠিক ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অনুসারীগণ।

আমাদের সমাজে এ বিষয়টি একেবারেই অপরিচিত। আমরা মুসলিম হিসেবে ওযূ ভঙ্গের কারণ, সালাত ভঙ্গের কারণ, সিয়াম ভঙ্গের কারণ প্রভৃতি বিষয় জানি এবং জানার চেষ্টা করি, কিন্তু আমরা আমাদের মহামূল্যবান সম্পদ

ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ জানিও না এবং জানার চেষ্টাও করি না। জুমু'আর খুতবা, ওয়াজ-মাহফিল এবং বিভিন্ন আলোচনা সভায়ও বিষয়টি তেমন আলোচনা হয় না। ফলে দেখা যায়, আমরা এমন কাজ করে বসি, যাতে আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। আমরা টেরও পাই না। এজন্য আমাদের সকল মুসলিমের এ ইসলাম, ঈমান ও তাওহীদ বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ জানা অপরিহার্য। সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়গুলো বাংলাভাষী ভাইবোনদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বইটি 'সবুজপত্র পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সবুজপত্র পাবলিকেশন্সের সম্মানিত প্রকাশক ও সম্পাদক জনাব মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বইটি সুন্দরভাবে প্রকাশের জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে ও তার প্রকাশনাকে কবুল করুন।

মানুষ মাত্রই ভুল হয়ে থাকে। কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদের জানাবেন, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের ইসলাম ও ঈমানকে রক্ষা করার তাওফীক দিন। ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক দিন। ইসলাম ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ থেকে সতর্ক থাকার তাওফীক দিন। আমীন!

ড. মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন
রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিজরী
নভেম্বর ২০২০ ঈসায়ী

সূচিপত্র

ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের দশটি কারণ

ঈমান ও আমলের সাথে সম্পৃক্ত এমন বহু বিষয় আছে, যার কারণে যে কেউ ইসলামের সীমারেখা থেকে বেরিয়ে অমুসলিম ও বেঈমান হয়ে যেতে পারে। এমন বিষয়গুলো কুরআন ও সুন্নাহ'য় বিভিন্নভাবে এসেছে, তবে সেখানে এর জন্য 'নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা' পাওয়া যায় না। আমাদের পূর্বসূরী বিজ্ঞ আলেমগণ তাদের গবেষণার মাধ্যমে এই কারণগুলোকে দশটি বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন, যেখানে সবগুলো কারণই এসে গেছে বলে সমকালীন ইসলামিক স্কলারগণও স্বীকার করছেন। নিম্নে ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের উল্লিখিত দশটি কারণ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

[এক]

শির্ক

اَلشِّرْكُ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ تَعَالٰى

"আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।"

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ﴾

"নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৪৮]

﴿اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ؕ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ﴾

"কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করবেন ও তার আবাস জাহান্নাম; যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৭২]

একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মানুষ জীবিত বা মৃত অথবা জিন বা ফেরেশতার উদ্দেশ্যে যবেহ করাও 'আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর কারণটি বুঝতে হলে দুটি বিষয় বুঝা প্রয়োজন। যথা-

(১) ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ) ও (২) শির্ক (اَلشِّرْكُ)

ইবাদাত (اَلْعِبَادَةُ) কী?

ইবাদাতের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো-

إِنَّهَا غَايَةُ الْحُبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ غَايَةِ الذُّلِّ لَهُ

"ইবাদাত হলো আল্লাহর জন্য পরিপূর্ণ ভক্তি-বিনয়ের সাথে চূড়ান্ত ভালোবাসা।"

ইবাদাতের বিস্তারিত সংজ্ঞা হলো-

اَلْعِبَادَةُ اِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ

"মহান আল্লাহ ভালোবাসেন এরূপ সকল কথা, বাহ্যিক ও মানসিক কর্ম সব কিছুই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত।" [মাজমূ'উল ফাতাওয়াহ, শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ; দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৪০; শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন, আল-ক্বাউলুল মুফীদ: ১/১৬]

দুইটি শর্ত ছাড়া কোন ইবাদাত বিশুদ্ধ হয় না। যথা-

প্রথমত: মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ ইখলাস (اَلْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى)। ইবাদাতটি সম্পূর্ণরূপে শির্কমুক্ত হতে হবে। যদি মহান আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৬৫]

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

"আর যদি তারা শির্ক করত, তবে তারা যা আমল করছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত।" [সূরা ৬; আল-আন'আম ৮৮]

দ্বিতীয়ত: ইবাদাতটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী হতে হবে (مُتَابَعَةُ السُّنَّةِ)। এর মধ্যে কোনো বিদ'আত থাকা যাবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করল, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" [সহীহ মুসলিম: ১৭১৮]

ইবাদাতের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْعِبَادَةِ)

ইবাদাতের প্রকারসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি ইবাদাত একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করলেই সে মুশরিক হয়ে যাবে। চাই তা মূর্তি, পাথর, গাছ, জিন, মানুষ, জীবিত বা মৃত যাই হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

"বল, 'এসো, তোমাদের উপর তোমাদের রব যা হারাম করেছেন, তা তিলাওয়াত করি যে, তোমরা তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না।" [সূরা ৬: আল-আন'আম ১৫১]

ইবাদাতকে সালাফে সালেহীনগণ বিভিন্নভাবে ভাগ করেছেন। নিম্নে একটি শ্রেণীভাগ আলোচনা করা হলো-

(১) ক্বালবী ইবাদাত (اَلْعِبَادَاتُ الْقَلْبِيَّةُ): যে ইবাদাতগুলো ক্বালব দ্বারা হয়। যেমন- ইখলাস, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা, আল্লাহকে ভালোবাসা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা, সবর, মহান আল্লাহর ভয়, আশা, নিয়্যাত প্রভৃতি। অপরদিকে যা নিষিদ্ধ, যেমন- অহঙ্কার, হিংসা, রিয়া, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া প্রভৃতি।

(২) মৌখিক ইবাদাত (اَلْعِبَادَاتُ الْقَوْلِيَّةُ): যে ইবাদাতগুলো মুখ দ্বারা করা হয়। যেমন- ঈমানের সাক্ষ্য দেয়া, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ, তাহলীল, যিকর-আযকার, সালাম দেয়া, জবাব দেয়া, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রভৃতি। অপরদিকে যেগুলো নিষিদ্ধ– বিদ'আতী কথা বলা, অপবাদ দেয়া, মুসলিমকে গালি দেয়া, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া প্রভৃতি।

(৩) আমলী ইবাদাত (اَلْعِبَادَاتُ الْعَمَلِيَّةُ): ক্বালব ও মুখ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে ইবাদাতগুলো করা হয়। যেমন- ওযূ, তায়াম্মুম, সালাত, যাকাত, হজ্জ, সিয়াম, পরিবারের খরচ নির্বাহ করা, সাদাকাহ করা, তাওয়াফ করা প্রভৃতি। নিষিদ্ধ যেমন- মানুষ হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ঘুষ খাওয়া, জিনা করা, মদ পান করা প্রভৃতি।

ইবাদাতের স্বরূপ (حَقِيْقَةُ الْعِبَادَةِ)

ইবাদাত মানুষের অন্তরের অবস্থা, তার সকল কথা, কর্ম সব কিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে। একজন মুসলিম মহান আল্লাহকে ভালোবেসে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যত কিছু করে সবই মহান আল্লাহর ইবাদাত। কোনো কথা বলবে তা আল্লাহর জন্য, কোন কথা বলা পরিহার করবে তাও আল্লাহর জন্য। কোন কাজ করবে তা আল্লাহর জন্য, কোন কাজ করা পরিহার করবে তাও আল্লাহর জন্য। তার জীবনের সমস্ত কিছুই আল্লাহর জন্য, এমনকি তার মৃত্যুও আল্লাহর জন্যই হবে। ইসলামে এটিই ইবাদাতের স্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١٦٢ لَا شَرِيْكَ لَهٗ﴾

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'। তাঁর কোনো শরীক নেই।" [সূরা ৬; আল-আন'আম ১৬২-১৬৩]

যেমন- ইলম অন্বেষণ করা, রিয্ক অন্বেষণ করা, পরিবারের জন্য খরচ করা, মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করা, উত্তম চরিত্রে ভূষিত হওয়া প্রভৃতিও মহান আল্লাহর ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ» قَالَ: «تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ» قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ»

"প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থির উপর প্রতিদিনের সাদাক্বাহ্ ধার্য রয়েছে। দু'ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করে দেয়াও একটি সাদাক্বাহ্। কোনো ব্যক্তিকে সওয়ারির উপর আরোহণে সাহায্য করা অথবা তার মালামাল সওয়ারির উপরে তুলে দেয়াও একটি সাদাক্বাহ্। তিনি আরো বলেন, সকল প্রকার ভালো কথাই এক একটি সাদাক্বাহ্, সালাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যেতে যতটি পদক্ষেপ ফেলা হয় তার প্রতিটিই এক একটি সাদাক্বাহ্ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও একটি সাদাক্বাহ্।" [সহীহ বুখারী: ২৯৮৯; সহীহ মুসলিম: ১০০৯]

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ»

"ভালো কোনো কিছু দান করাকে হীন মনে করো না, এমনকি হোক সেটা ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ দেয়া।" [সহীহ মুসলিম: ২৬২৬]

আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে:

أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ،» قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ»

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু সংখ্যক সাহাবী তার কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ধন-সম্পদের মালিকেরা তো সব সাওয়াব নিয়ে নিচ্ছে। কেননা, আমরা যেভাবে সালাত আদায় করি তারাও সেভাবে আদায় করে। আমরা যেভাবে সিয়াম পালন করি তারাও সেভাবে সিয়াম পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে সাওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা কি তোমাদেরকে এমন অনেক কিছু দান করেননি, যা সাদাকাহ করে তোমরা সাওয়াব পেতে পার? আর তা হলো প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) একটি সাদাকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার) একটি সাদাকাহ, প্রত্যেক তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বলা একটি সাদাকাহ, প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা একটি সাদাকাহ, প্রত্যেক ভালো কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ করতে দেখলে নিষেধ করা ও বাধা দেয়া একটি

সাদাকাহ্। এমনকি তোমাদের শরীরের অংশে সাদাকাহ রয়েছে। অর্থাৎ, আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সাদাকাহ। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার কাম প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবে বৈধ পথে আর এতেও কি তার সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, যদি তোমাদের কেউ হারাম পথে নিজের চাহিদা মেটাত বা যিনা করত তাহলে কি তার গুনাহ হতো না? অনুরূপ যখন সে হালাল বা বৈধ পথে কামাচার করবে তাতে তার সাওয়াব হবে।" [সহীহ মুসলিম: ১০০৬]

আবূ মাসউদ আল-বদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً»

"মুসলিম ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় তার পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু খরচ করবে তা সবই তার জন্য সদাকাহ অর্থাৎ দান হিসেবে গণ্য হবে।" [সহীহ বুখারী: ৪০০৬; সহীহ মুসলিম: ১০০২]

ইবাদাতের রুকনসমূহ (أَرْكَانُ الْعِبَادَةِ)

প্রত্যেকটি জিনিস কিছু খুঁটির উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে। খুঁটি যখন সরে যায় তখন জিনিসটি ঢলে পড়ে। মহান আল্লাহর ইবাদাতেরও কয়েকটি খুঁটি রয়েছে, এর যেকোনো একটি খুঁটি সরে গেলে সেটি আর মহান আল্লাহর ইবাদাত থাকে না। ইবাদাতের রুকন তিনটি।

প্রথম রুকন: ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ)

মহান আল্লাহকে পরিপূর্ণ ভালোবেসে ইবাদাতটি করতে হবে। যদি এক্ষেত্রে ইবাদাত করে আল্লাহ তাআলার, কিন্তু আল্লাহ তাআলাকে সর্বোচ্চ ভালোবাসে না, তা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ﴾

"আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালোবাসার মতো তাদেরকে ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১৬৫]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ﴾

"বল, 'তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সেই ব্যবসা, যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত'।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ২৪]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلّٰهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ»

"তিনটি বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে রয়েছে, সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করবে– (১) অন্য সবার তুলনায় যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক প্রিয়, (২) যে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর বান্দাকে ভালোবাসে এবং (৩) যাকে আল্লাহ কুফ্‌র থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তারপর সে কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করে যেমন আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" [সহীহ বুখারীঃ ২১; সহীহ মুসলিমঃ ৪৩]

দ্বিতীয় রুকনঃ আশা করা (اَلرَّجَاءُ)

প্রত্যেকটি ইবাদাতের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকট থেকে সাওয়াব প্রাপ্তির, রহমত প্রাপ্তির এবং তাঁর সন্তুষ্টির আশা করতে হবে। আশা না থাকলে সেটি মহান আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِعُوْنَ فِي الْخَيْرٰتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا ؕ وَكَانُوْا لَنَا خٰشِعِيْنَ﴾

"তারা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করত। আর আমাকে আশা ও ভীতিসহকারে ডাকত। আর তারা ছিল আমার নিকট বিনয়ী।" [সূরা ২১; আল-আম্বিয়া ৯০]
মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٦﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٧﴾﴾

"বল, 'তাদেরকে ডাক, আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে (উপাস্য) মনে কর। তারা তো তোমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার ও পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না'। তারা যাদেরকে ডাকে, তারা নিজেরাই তো তাদের রবের কাছে নৈকট্যের মাধ্যম অনুসন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে তাঁর নিকটতর? আর তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয়ই তোমার রবের আযাব ভীতিকর।" [সূরা ১৭; আল-ইসরা ৫৬-৫৭]

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثٍ، يَقُولُ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ بِاللهِ الظَّنَّ»

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর তিন দিন আগে তাকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমাদের সকলেই যেন আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা পোষণরত অবস্থায় মারা যায়।" [মুসলিম: ২৮৭৭; আবূ দাউদ: ৩১১৩]

তৃতীয় রুকন: ভয় করা (اَلْخَوْفُ)

একজন মুসলিম তার রবের ইবাদাত করবে পরিপূর্ণ ভালোবাসার সাথে, তাঁর থেকে সাওয়াব লাভের আশায়, জান্নাত প্রাপ্তির আশায়, ঠিক একইভাবে তার উদ্দেশ্য থাকবে মহান আল্লাহর শাস্তি থেকে বাঁচা, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা। মহান আল্লাহকে ভয় করাও ইবাদাতের একটি রুকন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।" [সূরা ৩৫; ফাতির ২৮]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَاللهِ إِنِّي لأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ أَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ».

"আল্লাহর শপথ! আমার আশা, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে সর্বাধিক ভয় করি।" [সহীহ মুসলিম: ১১১০; আবূ দাউদ: ২৩৮৯]

ইবাদাত বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ (مُبْطِلَاتُ الْعِبَادَةِ)

কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা ইবাদাতকে নষ্ট করে দেয়। এ বিষয়সমূহের কোনো একটি পাওয়া গেলে ঐ ইবাদাতের আর কোনো মূল্য থাকে না। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইবাদাত ভঙ্গকারী বিষয় আলোচনা করা হলো:

(ক) আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে শির্ক করা

মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে অথবা মহান আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইবাদাতে শরীক করার দ্বারা তার সকল ইবাদাত বিনষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

"আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৬৫]

(খ) ঈমান ভঙ্গ হওয়া:

ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কোনো একটি কারণ সংঘটিত হলে তার সকল ইবাদাত বিনষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

"আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে। আর যে তোমাদের মধ্য

থেকে তাঁর দীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২১৭]

(গ) রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা

কোনো ইবাদাত মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করলে ঐ ইবাাদাতটি বিনষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُبۡطِلُوۡا صَدَقٰتِكُمۡ بِالۡمَنِّ وَ الۡاَذٰى ۙ كَالَّذِىۡ يُنۡفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সাদাকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মতো, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২৬৪]

(ঘ) খোঁটা দেওয়া

ইবাদাত করার পর যদি ঐ ইবাদাতটির খোঁটা দেয়া হয় তাহলে ইবাদাতটি বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন- কাউকে দান করা একটি ইবাদাত। দান করার পর তাকে খোঁটা দিলে ঐ দানের কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে না। আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ» قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: خَابُوْا وَخَسِرُوْا، مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ»

"আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্র করবেন না বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথাটি তিনবার পাঠ করলেন। আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলে উঠলেন, তার তো ধ্বংস হবে, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহর রাসূল! এরা কারা? তিনি বললেন, যে লোক পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে চলে, কোনো কিছু দান করে খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।" [সহীহ মুসলিম: ১০৬]

শির্ক (اَلشِّرْكُ) কী?

শির্কের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হলো-

أَنَّهُ تَشْرِيْكُ غَيْرِ اللهِ مَعَ اللهِ فِي الْعِبَادَةِ

"ইবাদাতের মধ্যে মহান আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে অংশী বানানো।" [সুবুলুস সালাম শারহু নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ আব্দুল আযীয বিন বায, পৃ. ২৮]

শির্কের বিস্তারিত সংজ্ঞা হলো-

وَأَمَّا الشِّرْكُ فَهُوَ: صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

অর্থাৎ, "শির্ক হলো, ইবাদাতের প্রকারের মধ্য থেকে কোনো ইবাদাত মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্য করা।" [দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৪১]

কুরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত ইবাদাতসমূহ থেকে কোনো ইবাদাত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে করলে শির্কে আকবার হয়, ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন- আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা, মান্নত করা, সিজদা করা, জীবিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট দু'আ করা, সাহায্য চাওয়া প্রভৃতি।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

"আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদাত করবে।" [সূরা ৫১; আয-যারিয়াত ৫৬]

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا... ﴾

"তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না।..." [সূরা ৪; আন-নিসা ৩৬]

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'।" [সূরা ১০; ইউনুস ১৮]

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ... ﴾

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব'। 'তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমাকে এরই নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।..." [সূরা ৬; আল-আন'আম ১৬২-১৬৩]

শির্কের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الشِّرْكِ)

শির্ক দুই প্রকার। যথা- শির্কে আকবার (اَلشِّرْكُ الْأَكْبَرُ) বা বড় শির্ক ও শির্কে আসগার (اَلشِّرْكُ الْأَصْغَرُ) বা ছোট শির্ক।

(১) শির্কে আকবার বা বড় শির্ক

هُوَ صَرْفُ شَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللهِ

"মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদাত করা।"

এ প্রকারের শির্ক ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণ। এ জাতীয় শির্ক অনেক রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দু'আ করা, বিপদে-আপদে সাহায্য চাওয়া, যবেহ করা, সিজদা করা, মান্নত করা, রুকু করা প্রভৃতি।

শির্কে আকবার-এর পরিণতি

এ ধরনের শির্ককারীর পরিণতি হলো-

(১) এ ব্যক্তি কাফির ও মুশরিক হয়ে যায়। এ ধরনের শির্ককারীর জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যায় এবং স্থায়ীভাবে জাহান্নামী হয়ে যায়। তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, তার রক্ত ও সম্পদ হালাল হয়ে যায়।

(২) এ ব্যক্তির জন্য মহান আল্লাহ জান্নাত হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৭২]

(৩) এ ধরনের শির্ককারী তাওবাবিহীন মারা গেলে মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না। তিনি ক্ষমা করেন এ ছাড়া অন্যান্য পাপ, যার জন্য তিনি চান।” [সূরা ৪; আন-নিসা ৪৮]

(৪) এ ব্যক্তির সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾

“আর অবশ্যই তোমার কাছে এবং তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি শির্ক করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবেই। আর অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে; বরং তুমি আল্লাহরই ইবাদাত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও।” [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৬৫-৬৬]

ওযূ করার পর কেউ প্রস্রাব করলে যেমন ওযূ ভেঙে যায়, ঠিক তেমনিভাবে ঈমান আনার পর শির্ক করলে তার তাওহীদ ভেঙে যায়, এবং সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

“আর যদি তারা শির্ক করত, তবে তারা যা আমল করছিল তা অবশ্যই বরবাদ হয়ে যেত।” [সূরা ৬; আল-আন‘আম ৮৮]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ» وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ وَهْوَ لَا يَدْعُوْ لِلّٰهِ نِدًّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

অর্থাৎ, (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কথা বললেন, আর আমি একটি বললাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাঁর সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে।” আর আমি বললাম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সঙ্গে কাউকে সমকক্ষ হিসেবে আহ্বান না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে। [সহীহ বুখারী: ৪৪৯৭; সহীহ মুসলিম: ৯২]

(৫) এ ধরনের শির্ককারীর রক্ত ও সম্পদ বৈধ হয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব হয়ে যায়। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيُؤْمِنُوْا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ»

"আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই"- এ কথার সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত এবং আমার প্রতি ও আমি যা নিয়ে এসেছি তার প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। এগুলো মেনে নিলে তারা তাদের জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করবে- তবে শরীআতসম্মত কারণ ছাড়া। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহর কাছে।" [সহীহ মুসলিম: ২১]

এ ধরনের শির্ক অনেক রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দু'আ করা, গাইরুল্লাহর নিকট বিপদ-আপদে সাহায্য চাওয়া, পরিত্রাণ চাওয়া, গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করা, মান্নত করা, সিজদা করা, রুকু করা প্রভৃতি।

(২) শির্কে আসগার বা ছোট শির্ক

এ প্রকারের শির্ক হলো, কুরআন ও সুন্নাহে এগুলোকে শির্ক হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে, কিন্তু এ ধরনের শির্ককারী ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না। এ ধরনের শির্ক দু'ভাবে হতে পারে-

প্রথমত: শাব্দিকভাবে। যেমন, মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা। আবদুল্লাহ বিন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»

"আল্লাহ তাআলার নাম ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যে লোক শপথ করল, সে যেন কুফরী করল অথবা শির্ক করল।" [জামে' আত-তিরমিযী: ১৫৩৫; আবূ দাউদ: ৩২৫১; আলবানী বলেন, হাদীসটি সহীহ]

এভাবে বলা যে, যদি আল্লাহ ও আপনি না থাকতেন, আল্লাহ ও আপনি যা চান। এগুলো শব্দগত শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত: অন্তরের মধ্যে গোপনভাবে। এ ধরনের শির্ক অনেক রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা। রিয়া আবার দু ধরনের হতে পারে।

(ক) মুনাফিকদের রিয়া বা লোকদেখানো ইবাদাত। তারা অন্তরে কুফরী আকীদা পোষণ করতো, আর মানুষকে দেখানোর জন্য বাহ্যিকভাবে আমল করত। তাদের এ রিয়া কুফরী। কারণ তারা আল্লাহ তাআলার উপর ঈমানই আনত না, দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে বাহ্যিকভাবে কিছু নেক আমল করত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝٨ يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّاۤ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ۝٩﴾

"আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহকে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। অথচ, তারা নিজদেরকেই ধোঁকা দিচ্ছে এবং তারা তা অনুধাবন করে না।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ৮-৯]

(খ) মুসলিমদের রিয়া বা লোকদেখানো ইবাদাত। এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে সতর্ক করেছেন। আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟» قَالَ: قُلْنَا: بَلَى، فَقَالَ: «الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ، لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ»

"আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলেন, আমরা তখন মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি কি তোমাদের এমন বিষয় অবহিত করব না, যা আমার মতে তোমাদের জন্য মাসীহ দাজ্জালের চেয়েও ভয়ঙ্কর? রাবী বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, অবশ্যই। তিনি বলেন, গুপ্ত শির্ক। মানুষ সালাত পড়তে দাঁড়ায় এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুন্দরভাবে সালাত পড়ে।" [ইবন মাজাহ: ৪২০৪; আলবানী বলেন, হাদীসটি হাসান]

এ ধরনের রিয়া দ্বারা কুফরী হয় না। তবে ইখলাস বিনষ্ট হওয়ার কারণে আমলটি নষ্ট হয়ে যায়। কোনো নেক আমলের মাধ্যমে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্য থাকলে তাও গোপনীয় শির্ক।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ﴿١٦﴾﴾

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই।" [সূরা ১১; হূদ ১৫-১৬]

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ، وَالدِّرْهَمِ، وَالقَطِيْفَةِ، وَالخَمِيْصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ»

"লাঞ্ছিত হোক দীনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর-শালের গোলাম। তাকে দেয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।" [সহীহ বুখারী: ২৮৮৬]

একজন মুসলিম একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই আমল করবে, এতে যদি দুনিয়ার কিছু আসে তা হবে মহান আল্লাহ প্রদত্ত রিয্ক। তবে যদি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে আমল করে, তা নিন্দনীয় এবং ছোট শির্ক।

শির্কে আকবার ও শির্কে আসগারের মধ্যে পার্থক্য
(اَلْفَرْقُ بَيْنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَ الشِّرْكِ الْأَصْغَرِ)

শির্কে আকবার ও শির্কে আসগারের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

(১) শির্কে আকবারের কারণে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু শির্কে আসগারের কারণে ইসলাম থেকে বের হয় না, তবে কবীরা গুনাহ হবে, যা শির্কে আকবারের কারণ হতে পারে।

(২) শির্কে আকবার সমস্ত আমল নষ্ট করে দেয়। আর শির্কে আসগারের মধ্যে যে আমলে রিয়া বা 'লোক দেখানোর উদ্দেশ্য' থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়, রিয়ামুক্ত আমল নষ্ট হয় না।

বহুল প্রচলিত কয়েকটি শির্কে আকবার (بَعْضُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ)

কয়েকটি ইবাদাতের ক্ষেত্রে শির্কে আকবার বেশি হয়ে থাকে। এগুলো হলো-

(১) দু'আর শির্ক: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ﴾

"তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে, তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে স্থলে পৌঁছে দেন, তখনই তারা শির্কে লিপ্ত হয়।" [সূরা ২৯; আল-আনকাবূত ৬৫]

এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, বর্তমান যুগের মুশরিক পূর্বেকার যুগের মুশরিকদের চাইতে জঘন্য। কারণ, পূর্বেকার যুগের মুশরিক স্বাভাবিক অবস্থায় শির্ক করতো এবং বিপদগ্রস্ত অবস্থায় খালিসভাবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই দু'আ করত অর্থাৎ বিপদে শির্কমুক্ত হয়ে যেত, কিন্তু বর্তমান যুগে যারা শির্কে আকবার করে তারা সুখেও করে, দুঃখেও করে। সর্বাবস্থায় শির্ক করে।

ইবাদাতে শির্ক করলে ইবাদাতগুলো অর্থাৎ শুধু ঐ ইবাদাতটি নয়, সকল ইবাদাতই নষ্ট হয়ে যাবে।

(২) নিয়্যাত, ইরাদা ও ইচ্ছার শির্ক: মহান আল্লাহর বাণী-

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿١٥﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبٰطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦﴾﴾

"যে ব্যক্তি দুনিয়ার জীবন ও তার জৌলুস কামনা করে, আমি সেখানে তাদেরকে তাদের আমলের ফল পুরোপুরি দিয়ে দেই এবং সেখানে তাদেরকে কম দেয়া হবে না। এরাই তারা, আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই এবং তারা সেখানে যা করে তা বরবাদ হয়ে যাবে আর তারা যা করত, তা সম্পূর্ণ বাতিল।" [সূরা ১১; হূদ ১৫-১৬]

(৩) আনুগত্যের শির্ক: মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের নির্দেশের আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ۚ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوْٓا اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদাত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোনো (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র।” [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৩১]

(৪) ভালোবাসার শির্ক: মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ﴾

“আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে।” [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১৬৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, মহান আল্লাহর ভালোবাসা চার রকমের হতে পারে। যথা-

(ক) **মহান আল্লাহকে ভালোবাসা:** ইয়াহুদী, মুশরিক এবং অন্যান্যরাও আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে অর্থাৎ মহান আল্লাহকে সবাই ভালোবাসার দাবি করে।

(খ) **মহান আল্লাহ যা ভালোবাসেন তা পছন্দ করা:** এ প্রকার ভালোবাসা ঈমানের পরিচায়ক। যার মধ্যে এ ভালোবাসা বেশি সে আল্লাহ তাআলার নিকটও অধিক প্রিয়।

(গ) **মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা:** এটিও ঈমানের পরিচায়ক।

(ঘ) **মহান আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা:** এ প্রকারের ভালোবাসা শির্কী ভালোবাসা। মুশরিকগণ মহান আল্লাহর মতোই অন্যান্য মাবুদদের ভালোবাসে। [আত-তিবইয়ান শারহু নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল-আলওয়ান, পৃ. ১২-১৩]

(৫) মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা। একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট নিয়মে পশুর রক্ত প্রবাহিত করাকে ‘যবেহ’ বলে। যার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হয়, তার মহত্বকে সামনে রেখে, তার সামনে নিজের দীনতা প্রকাশ করে, তার নিকটবর্তী হওয়ার উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা একটি ইবাদাত। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা হলে তা শির্কে আকবার বা বড় শির্ক হবে। এতে ঈমান ভেঙে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ﴾

“বল, ‘নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি সকল সৃষ্টির রব’। তাঁর কোনো শরীক নেই।” [সূরা ৬; আল-আন‘আম ১৬২-১৬৩]

আলী ইবনু আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ করে, আল্লাহ তাকে লা’নত করেন।” [সহীহ মুসলিম: ১৯৭৮]

(৬) মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে মান্নত করা। মানুষ কোনো কিছু নিজের জন্য আবশ্যক করে নেওয়া অথবা মহান আল্লাহ যা ওয়াজিব করেননি, তা নিজের উপর ওয়াজিব করে নেওয়া, এটিকে শরীআতের পরিভাষায় মান্নত বলা হয়। যখন কোনো মানুষ মহান আল্লাহর আনুগত্যের উদ্দেশ্যে মান্নত করে, তখন এটি পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, এটি তখন একটি ইবাদাতে পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾

“তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যার অকল্যাণ হবে সুবিস্তৃত।” [সূরা ৭৬; আল-ইনসান ৭]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ»

“যে ব্যক্তি এরূপ মান্নত করে যে, সে আল্লাহ্‌র আনুগত্য করবে, সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে। আর যে মান্নত করে, সে আল্লাহ্‌র নাফরমানি করবে, সে যেন তাঁর নাফরমানি না করে।” [সহীহ বুখারী: ৬৬৯৬]

(৭) সাহায্য চাওয়া, আশ্রয় চাওয়ার শির্ক প্রভৃতি। সাধারণভাবে কোনো মৃত ব্যক্তির নিকট অথবা কোনো জীবিত ব্যক্তির নিকট কোনো গায়েবি বিষয়ের সাহায্য চাওয়া, যে সাহায্য সে করতে সক্ষম নয়। এ ধরনের সাহায্য চাওয়া শির্ক। কেননা, এ প্রকারের সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরে এ আকীদা জন্মে যে, বিশ্ব পরিচালনার ক্ষেত্রে এ ব্যক্তির গোপন ক্ষমতা রয়েছে। কোনো মৃত অথবা জীবিত মানুষ বা জিনের নিকট আশ্রয় চাওয়া, যারা কোনো দিন আশ্রয় দিতে সক্ষম নয়। এ ধরনের আশ্রয় চাওয়া শির্ক।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَّ اَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴾

“আর নিশ্চয়ই কতিপয় মানুষ কতিপয় জিনের আশ্রয় নিত। ফলে তারা তাদের অহংকার বাড়িয়ে দিয়েছিল।” [সূরা ৭২; আল-জিন ৬]

মহান আল্লাহর ইবাদাতসমূহকে শির্কমুক্ত রাখাই তাওহীদ

তাওহীদ তিন প্রকার। যথা-

(১) মহান আল্লাহর ক্ষমতার তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ)

এ প্রকার তাওহীদ মুশরিকগণও স্বীকার করতো। তারা আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা, রিয্‌কদাতা, পালনকর্তা, পরিচালনাকারী, সম্পদদাতা, সম্মানদাতা, জীবন-মৃত্যু দানকারী হিসেবে বিশ্বাস করতো।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ... ﴾

“আর তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’।” [সূরা ৪৩; আয-যুখরুফ ৮৭]

﴿ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ ؕ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ ۚ فَقُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴾

‘‘বল, ‘আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন’? তখন তারা অবশ্যই বলবে, ‘আল্লাহ’। সুতরাং, তুমি বল, ‘তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না’?” [সূরা ১০; ইউনুস ৩১]

(২) মহান আল্লাহর ইবাদাতের তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ)

ইবাদাত একমাত্র মহান আল্লাহর জন্য হওয়া। لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ অর্থ لَا مَعْبُوْدَ بِحَقٍّ إِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্য মা'বুদ নেই। সুতরাং একজন কালেমায় বিশ্বাসী মু'মিন ইবাদাতের প্রকারসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি ইবাদাতও একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য করতে পারে না। একটি ইবাদাত করলেও তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে।

আমাদের সমাজে কেউ কেউ দীনদার, সালেহীন, নেককার বান্দাদের উদ্দেশ্যে অনেক ইবাদাত করে থাকে। যেমন- সিজদা করা, মান্নত করা, পশু যবেহ করা, সাহায্য যাওয়া, দু'আ করা প্রভৃতি। কিন্তু এ ইবাদাতগুলোকে তারা মহান আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্তির উসীলা বা মাধ্যম মনে করে। নিচের আয়াত দ্বারা তারা দলীল পেশ করে থাকে-

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ ابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَ جَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তার নৈকট্যের অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৩৫]

যে দলীলটি তারা পেশ করে থাকে, তা এ আয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যা। এ আয়াতে اَلْوَسِيْلَةُ অর্থ- اَلطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও ইবাদাত। আল্লাহ তাআলার আদেশ ও নিষেধ মানার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। এখানে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তির ইবাদাতকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার কথা বলা হয়নি। আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামা'আতের কোনো মুফাসসির এ ধরনের বাতিল ব্যাখ্যা দেননি।

সুতরাং কোনো দীনদার, সালেহীন বা পীর মাশায়েখের উদ্দেশ্যে যেকোনো ইবাদাত করে, অতঃপর তার ইবাদাতের মাধ্যমে মহান আল্লাহকে পাওয়ার পথ অনুসরণ করলে ঈমান ভেঙে যাবে।

(৩) মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ)

মহান আল্লাহর যতগুলো নাম ও গুণাবলি রয়েছে, কোনো প্রকার ধরন নির্ধারণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ব্যতীত, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে বর্ণনা করেছেন, হুবহু সেভাবে সরল অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করা।

মহান আল্লাহর নাম, গুণাবলি, কর্ম ও হুকুম সম্পর্কে জানা সকল মানুষের জন্য আবশ্যক। কারণ, তাঁর ইবাদাত করতে হলে তাঁকে অবশ্যই চিনতে হবে, জানতে হবে। মহান আল্লাহকে দু'ভাবে চেনা যায়। সংক্ষিপ্তভাবে এবং বিস্তারিতভাবে। সংক্ষিপ্তভাবে জানার মাধ্যমে ঈমানের ভিত্তি রচিত হয়, আর বিস্তারিতভাবে জানার মাধ্যমে শির্ক ও কুফর থেকে মুক্ত থেকে তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। সূরা আল-ইখলাস ও আয়াতুল কুরসীর মাধ্যমে মহান আল্লাহকে সংক্ষিপ্তভাবে চেনা যায়। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিসমূহ

বিস্তারিতভাবে জানার মাধ্যমে অন্তরে ঈমান বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহর ভয় তৈরি হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا﴾

"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।" [সূরা ৩৫; ফাতির ২৮]

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১৮০]

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ ۖ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ﴾

"বল, 'তোমরা (তোমাদের রবকে) 'আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তাঁর জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।" [সূরা ১৭; আল-ইসরা ১১০]

﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنَىٰ﴾

"তিনিই আল্লাহ্, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।" [সূরা ৫৯; আল-হাশর ২৪]

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اِسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ»

"আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি তা মনে রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" [সহীহ বুখারী: ২৭৩৬; মুসলিম: ২৬৭৭]

ইমাম আবূ হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ. لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ.

"তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোনো কিছুই তাঁর সাথে তুলনীয় নয়। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোনো কিছুর মতো নন। তিনি অনাদি থেকে অনন্তকাল বিদ্যমান এবং তাঁর জাতি (সত্তাগত) ও ফি'লী (কর্মগত) সিফাত (গুণগত) সমূহসহও চিরস্থায়ী।" [আল-ফিকহুল আকবার, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃ-২২৪]

***

[দুই]

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো প্রকার মাধ্যম নির্ধারণ করা এবং তাদের কাছে কিছু চাওয়া

مَنْ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ وَسَائِطَ يَدْعُوْهُمْ وَيَسْأَلُهُمُ الشَّفَاعَةَ، وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ كَفَرَ إِجْمَاعًا

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তার মধ্যে কোনো মাধ্যম নির্ধারণ করে তাদের কাছে কিছু চাইবে ও তাদের সুপারিশ প্রার্থনা করবে এবং তাদের উপর ভরসা করবে, সে ব্যক্তি উম্মাতের সর্বসম্মতিতে কাফির হয়ে যাবে।"

আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর সৃষ্টির মাঝে মধ্যস্থতা বলতে যদি বোঝানো হয়- আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ওহীকে মানুষের মাঝে পৌঁছানো অর্থাৎ রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার মধ্যস্থতা, তাতে কোনো অসুবিধা নেই বরং এ মধ্যস্থতা অস্বীকার করাই কুফরী। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম এবং ফেরেশতাদের মাধ্যমেই শরী'আতের বিধান পৃথিবীতে পাঠান। তবে যে মধ্যস্থতার কারণে ঈমান ও ইসলাম বিনষ্ট হয়, তাহলো তাদের নিকট দু'আ করা, সুপারিশ প্রার্থনা করা, তাদের উপর ভরসা করা। আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের ক্ষেত্রে কোনো মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই, বরং বান্দা আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করবে, তাঁর নিকট একমাত্র দু'আ করবে, তাঁর নিকটই একমাত্র সুপারিশ প্রার্থনা করবে, তাঁর উপরই একমাত্র ভরসা করবে কোনো প্রকার মধ্যস্থতাকারী ছাড়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

"আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব।" [সূরা ৪০; আল-মু'মিন ৬০]

এখানে আল্লাহ তাআলা বলেন নি- আমার নিকট দু'আ কর অমুকের মাধ্যমে অথবা অমুককে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করো। এক্ষেত্রে মাধ্যম গ্রহণ করাটাই কুফর। যেমন- পূর্বেকার মুশরিকগণ বলত,

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'।" [সূরা ১০; ইউনুস ১৮]

এটাকেই বলা হয় ইবাদাত। এক্ষেত্রে মুশরিকগণ আউলিয়া ও নেককার মানুষদেরকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের কবরের নিকট পশু যবেহ করে, তাদের নামে মান্নত করে, তাদের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের নিকট দু'আ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

"আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয়ই সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না।" [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৩]

উসীলা (اَلتَّوَسُّلُ)

যদি কেউ মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করে এ বিশ্বাসে যে, তার উদ্দেশ্যে ইবাদাত করে না, তার নিকট দু'আ করে না, তার জন্য যবেহ বা মান্নতও করে না বরং শুধুমাত্র এ ধারণা পোষণ করে যে, এসব ইবাদাত আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম। এ বিষয়টিও বিদ'আত এবং শির্কের উপকরণ। কেউ কেউ এ মধ্যস্থতাকে উসীলা হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। তারা কুরআন কারীমের এ আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

“হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্যের মাধ্যম অনুসন্ধান কর, আর তার রাস্তায় জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফল হও।” [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৩৫]

তারা এ আয়াতে اَلْوَسِيْلَةُ-কে মহান আল্লাহ ও তার নিজের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করার দলীল হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। এটি বাতিল ব্যাখ্যা। বরং তাফসীরের ইমামগণ اَلْوَسِيْلَةُ এর ব্যাখ্যা করেছেন,

بِأَنَّهَا الطَّاعَةُ وَالتَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ بِعِبَادَتِهِ

অর্থাৎ, “আল্লাহ তাআলার ‘আনুগত্য’ করা এবং তাঁর ‘ইবাদাতের’ মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।”

আবার কেউ কেউ মহান আল্লাহর মহত্বের প্রতি লক্ষ রেখে এসব ব্যক্তিদের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা বলতে থাকে, আল্লাহ মহান ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর কাছে মাধ্যম ছাড়া যাওয়া যায় না। যেমনিভাবে দুনিয়ার শাসকদের নিকট মাধ্যম বা সুপারিশ ছাড়া যাওয়া যায় না।

তারা মহান আল্লাহকে দুনিয়ার শাসকদের উপর কিয়াস সমতুল্য করেছে। এটিই মূলত বাতিল কিয়াস। দুনিয়ার শাসকগণ তাদের প্রজাদের অবস্থা সরাসরি দেখেন না। কারো মাধ্যমে জানতে হয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দার সবকিছু সরাসরি দেখেন এবং জানেন।

কেউ কেউ আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিকে ‘মাধ্যম গ্রহণ করার’ দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে।

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوْا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

অর্থাৎ, উমর ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু অনাবৃষ্টির সময় ‘আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু’র উসীলা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দু‘আ করতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ্! (আগে) আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসীলা দিয়ে দু‘আ করতাম এবং আপনি বৃষ্টি দান করতেন। এখন আমরা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার উসীলা দিয়ে দু‘আ করছি, আপনি আমাদেরকে বৃষ্টি দান করুন। বর্ণনাকারী বলেন, দু‘আর সাথে সাথেই বৃষ্টি বর্ষিত হতো। [সহীহ বুখারী: ১০১০]

তারা বলে, এখানে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর উসীলায় দু'আ করেছেন, সুতরাং ব্যক্তিকে মাধ্যম বানানো জায়েয।

এখানে মূলতঃ আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে উসীলা বানানো হয়নি, বরং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দু'আকে উসীলা বানানো হয়েছে। যা সর্বসম্মতভাবে জায়েয।

যে সকল উসীলা বৈধ (اَلتَّوَسُّلُ الْجَائِزُ)

(১) মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলি দ্বারা আল্লাহর নিকট উসীলা দেয়া

(اَلتَّوَسُّلُ إِلَي اللهِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَ ذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْۤ اَسْمَآئِهٖ ؕ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং, তোমরা তাঁকে সেসব নামেই ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামে বিকৃতি ঘটায়। তারা যা করত অচিরেই তাদেরকে এর প্রতিফল দেয়া হবে।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১৮০]

সুতরাং, فَادْعُوْهُ بِهَا أَيْ تَوَسَّلُوْا إِلَي اللهِ بِهَا

"তোমরা তাঁকে সেসব নামের দ্বারা ডাক অর্থাৎ মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামসমূহের উসীলা দিয়ে তাঁকে ডাক।"

যেমন আমরা বলতে পারি-

يَارَحْمٰنُ اِرْحَمْنِيْ

"হে রাহমান! আমাকে রহম করুন।"

يَاغَفُوْرُ اِغْفِرْ لِيْ

"হে ক্ষমাশীল! আমাকে ক্ষমা করুন।"

يَا كَرِيْمُ أَكْرِمْنِيْ وَأَعْطِنِيْ

"হে মহা সম্মানের মালিক! হে মহান দাতা! আমাকে সম্মানিত করুন, আমাকে দান করুন।"

যেমনিভাবে আইয়ুব আলাইহিস সালাম দু'আ করেছিলেন,

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

"আমি দুঃখ-কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" [সূরা ২১; আল-আম্বিয়া ৮৩]

ইউনুস আলাইহিস সালাম দু'আ করেছিলেন,

﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ﴿٨٨﴾ ﴾

"তারপর সে অন্ধকার থেকে ডেকে বলেছিল, 'আপনি ছাড়া অন্য কোনো (সত্য) ইলাহ নেই'। আপনি পবিত্র মহান। নিশ্চয়ই আমি ছিলাম জালিম'। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম।" [সূরা ২১; আল-আম্বিয়া ৮৭-৮৮]

এখানে তিনি মহান আল্লাহর নিকট তাঁর তাওহীদ (لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ), তাঁর তাসবীহ (سُبْحَانَكَ) এবং নিজের গুনাহের স্বীকৃতির (إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ) উসীলা দিয়ে দু'আ করেছেন, আল্লাহ তাআলা দু'আ কবুল করেছেন (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ)।

(২) জীবিত নেককার বান্দার দু'আ দ্বারা উসীলা দেয়া জায়েয (اَلتَّوَسُّلُ بِدُعَاءِ الصَّالِحِيْنَ الْأَحْيَاءِ جَائِزٌ)

যেমন- উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দু'আর উসীলা দিয়েছেন। মু'আবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল জারসী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দু'আ দ্বারা উসীলা দিয়েছেন।

তবে কোনো মানুষের حَقٌّ বা অধিকার অথবা তার মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতির উসীলা দেয়া বিদ'আত ও নিষিদ্ধ। [দুরূসুন ফী শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম, শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান, পৃ. ৬৭]

যে সকল উসীলা বৈধ নয় (اَلتَّوَسُّلُ الْمَمْنُوْعُ)

কোনো মৃত ব্যক্তির উসীলা দেয়া অথবা জীবিত ব্যক্তিকে বা তার অধিকারকে বা তার মর্যাদাকে উসীলা বানিয়ে দু'আ করা বৈধ নয়। এটি শির্কের উপকরণসমূহের একটি উপকরণ।

অতএব, কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহ এবং তার মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করে তার নিকট দু'আ করে তার ঈমান ও ইসলাম ভেঙ্গে

যাবে। যেমন- এভাবে বললো, হে আহমদ বাদাবী! হে আব্দুল কাদির জিলানী! হে হুসাইন! হে আলী! হে অমুক! আমাকে সাহায্য করুন! আমাকে রক্ষা করুন! আমার রোগ ভালো করে দিন, প্রভৃতি।

সুপারিশ প্রার্থনা করা (طَلَبُ الشَّفَاعَةِ)

اَلشَّفَاعَةُ বা সুপারিশ সত্য। কিন্তু তা কোনো মৃত ব্যক্তির নিকট চাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সুপারিশ চাইতে হবে। যেমন আমরা বলতে পারি-

اَللّٰهُمَّ شَفِّعْ فِيَّ نَبِيَّكَ

"হে আল্লাহ! আমাকে আপনার নবীর সুপারিশ নসীব করুন।"

এজন্য কোনো কবরের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে বলা যাবে না। যেমন, "হে অমুক! বা হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার জন্য সুপারিশ করুন বা করবেন।"

সুপারিশ প্রযোজ্য হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত রয়েছে-

প্রথম শর্ত: আল্লাহ তাআলার অনুমতি লাগবে (أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ بِهَا)

যিনি সুপারিশ করবেন, আর যার জন্য সুপারিশ করবেন, দুটিই আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ﴾

"কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ: ২৫৫]

দ্বিতীয় শর্ত: যার জন্য সুপারিশ করা হবে তাকে তাওহীদবাদী মুমিন হতে হবে। মুশরিকের বা শির্ককারীদের জন্য সুপারিশ প্রযোজ্য নয়

(أَنْ يَكُوْنَ الْمَشْفُوْعُ فِيْهِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيْدِ، لَا يَكُوْنُ مُشْرِكًا)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى﴾

"আর তারা শুধু তাদের জন্যই সুপারিশ করে, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।" [সূরা ২১; আল-আম্বিয়া ২৮]

মুশরিকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ﴾

“অতএব সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকার করবে না।” [সূরা ৭৪; আল-মুদ্দাসসির ৪৮]

﴿مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ﴾

“যালিমদের জন্য নেই কোনো অকৃত্রিম বন্ধু, নেই এমন কোনো সুপারিশকারী, যাকে গ্রাহ্য করা হবে।” [সূরা ৪০; গাফির ১৮]

দুটি শর্ত মহান আল্লাহ একসাথে একই আয়াতে বর্ণনা করেছেন,

﴿وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى﴾

“আর আসমানসমূহে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, তাদের সুপারিশ কোনোই কাজে আসবে না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন এবং যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট, তার ব্যাপারে অনুমতি দেয়ার পর।” [সূরা ৫৩; আন-নাজম ২৬]

প্রথম শর্ত হলো, مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে অনুমতি দেয়ার পর।

দ্বিতীয় শর্ত হলো, وَيَرْضَى অর্থাৎ, যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট।

সুপারিশ একমাত্র মহান আল্লাহর নিকটই চাইতে হবে। কেননা তিনিই এর একমাত্র মালিক। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا﴾

“বল, ‘সকল সুপারিশ আল্লাহর মালিকানাধীন।” [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৪৪]

﴿وَ لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ﴾

“আর তিনি ছাড়া যাদেরকে তারা আহবান করে তারা সুপারিশের মালিক হবে না; তবে তারা ছাড়া, যারা জেনে-শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়।” [সূরা ৪৩; আয-যুখরুফ ৮৬]

ভরসা করা (اَلتَّوَكُّلُ)

اَلتَّوَكُّلُ তথা ভরসা করা এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। একজন মুমিন একমাত্র মহান আল্লাহর উপরই ভরসা করবে। কোন ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহ ও তার মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানিয়ে নেয় এবং তার উপর ভরসা করে ঐ ব্যক্তির ঈমান ও ইসলাম ভেঙ্গে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾

"আর আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল কর, যদি তোমরা মুমিন হও'।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ২৩]

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ﴾

"মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।" [সূরা ৮; আল-আনফাল ২]

اَلتَّوَكُّلُ তথা একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করা, এটি একটি মহান ইবাদাত। তবে উপকারী মাধ্যম গ্রহণ করা اَلتَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ বা মহান আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী নয়। মুমিন এ দুটির মধ্যে সমন্বয় করবে। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ভরসাকারী ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তিনি মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন তবে মাধ্যমের উপর ভরসা করাটাই শির্ক।

মাধ্যমটিও অবশ্যই শরী'আতসম্মত হতে হবে। মুশরিকগণ মৃতব্যক্তির উপর, গাছের উপর, পাথরের উপর, তাবিজের (তামীমাহ) উপর ভরসা করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ»

"যে লোক কোনোকিছু ঝুলিয়ে রাখে (তাবিজ-তুমার) তাকে তার উপরই সোপর্দ করা হয়।" [জামে' আত-তিরমিযী: ২০৭২; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

এগুলোর উপর ভরসা করলে মহান আল্লাহ এ সকল দুর্বল মাখলুকের উপর তাকে ছেড়ে দেন।

***

[তিন]

কাফির-মুশরিকদের মতবাদকে সঠিক বা গ্রহণযোগ্য মনে করা এবং তাদের পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা

مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِيْنَ أَوْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهِمْ أَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ كَفَرَ

"যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না, অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, অথবা তাদের দীনকে বিশুদ্ধ মনে করল, সে কাফির বলে বিবেচিত হবে।"

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করবে তাকে কাফির মনে করা। মহান আল্লাহ মূর্তিপূজারী মুশরিকদের এবং যারা মহান আল্লাহর সাথে অন্যান্য মাবুদের ইবাদাত করে তাদেরকে কাফির বলেছেন। যারা রাসূল আলাইহিমুস সালামগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি অথবা কোনো কোনো রাসূল আলাইহিস সালামকে মেনেছে, আবার কোনো কোনো রাসূল আলাইহিস সালামকে মানেনি তাদেরকেও মহান আল্লাহ কাফির বলেছেন। মহান আল্লাহর বাণী:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

"অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে 'নিশ্চয়ই মারইয়ামপুত্র মাসীহই আল্লাহ'।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ১৭]

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে এবং বলে তারা কি কাফির নাকি কাফির নয় তা আমি জানি না, তাহলে সেও কাফির হবে। এর থেকে আরো গুরুতর হলো মুশরিকদের কুফরী মতবাদসমূহকে বিশুদ্ধ মনে করা। যেমন- সব ধর্মকে একত্রিত করার ফিতনা। কেউ যদি বলে- প্রত্যেক ধর্মই বিশুদ্ধ, প্রত্যেকেই মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করে

সুতরাং, কাউকে কাফির বলা যাবে না। এটি সন্দেহের চাইতে আরোও বড় কুফরী।

মুশরিকদের কাফির মনে করার আহকামসমূহ (أَحْكَامُ تَكْفِيْرِ الْمُشْرِكِيْنَ)

কেউ যদি মুশরিকদের কাফির মনে করেন, তিনি অবশ্যই নিম্নের নীতিমালাসমূহ মেনে চলবেন।

(১) কাফিরদেরকে অন্তর থেকে অপছন্দ (اَلْبُغْضُ) করা এবং তাদের সাথে কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব (اَلْمُوَالَاةُ) না করা। যদিও তারা মুসলিমদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী বা আত্মীয় স্বজনও হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَ اِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ؕ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَ اَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ؕ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّ يَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝٢ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ ... ۝٤﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না) তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। তারা যদি তোমাদেরকে বাগে পায় তবে তোমাদের শত্রু হবে এবং মন্দ নিয়ে তোমাদের

দিকে তাদের হাত ও জবান বাড়াবে; তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে! কিয়ামত দিবসে তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হলো আমাদের- তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।..." [সূরা ৬০; আল-মুমতাহিনা ১-৪]

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ﴾

"তুমি পাবে না এমন জাতিকে যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন।" [সূরা ৫৮; আল-মুজাদালাহ ২২]

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَ لَوْ كَانُوْۤا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿١١٣﴾ وَ مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَاۤ اِيَّاهُ ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗۤ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ ؕ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ لَاَوَّاهٌ حَلِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ حَتّٰى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ... ﴿١١٥﴾﴾

"নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয়ই তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী। নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর শত্রু, সে

তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোনো সম্প্রদায়কে হিদায়াত দানের পর তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন। যতক্ষণ না তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করবেন, যা থেকে তারা সাবধান থাকবে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ১১৩-১১৫]

(২) কাফির-মুশরিক যখন মারা যাবে, মুসলিম তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেবে না। তবে তাকে দাফন করার মতো কাফিরদের কেউ যদি না থাকে, তাহলে মুসলিম তাকে গর্ত করে মাটিতে দাফন করবে, তাকে গোসল দেবে না, কাফনের কাপড় পরাবে না, তাকে খাটে বহন করবে না, মুসলিমদের কবরস্থানে তাকে দাফন করবে না।

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ۭ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ﴾

"আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাযা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয়ই তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাসিক অবস্থায় মারা গেছে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৮৪]

আর কাফির যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তাকে মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্যে দেখাশোনা করবে। অসুস্থ কাফিরদের দেখাশোনা করবে এবং মহান আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেবে। যেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ ইয়াহুদীকে দেখতে গেলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। অতঃপর সে ইসলাম গ্রহণ করলো এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করলো। সে সাক্ষ্য দিলো-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো মা'বুদ নাই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।" [সহীহ বুখারীঃ ১৩৫৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আবূ তালিব মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যান, এবং তাকে বললেন,

«يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ»

"চাচাজান! لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ কালেমা পাঠ করুন।" [সহীহ বুখারীঃ ১৩৬০; সহীহ মুসলিমঃ ২৪]

কিন্তু যখন সে কুফরীর উপর মৃত্যবরণ করলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাফন কাফনে হাজির হননি বরং আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিলেন- তাকে মাটিতে দাফন করার জন্য। কারণ জমিনের উপর পড়ে থাকলে মানুষ কষ্ট পাবে। [সুনান আবূ দাউদঃ ৩২১৪, সুনান আন-নাসাঈঃ ২০০৬; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

(৩) একজন মুসলিম কাফিরের ওয়ারিশ হবে না এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিশ হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছেন। উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»

"মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না আর কাফিরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।" [সহীহ বুখারীঃ ৬৭৬৪; সহীহ মুসলিমঃ ১৬১৪]

আহলুল ইল্‌মদের দৃষ্টিতে কুফর উত্তরাধিকারের প্রতিবন্ধক।

(৪) কোন মুসলিম নারীকে কাফিরের নিকট বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। কেননা, সে মহিলা তার অধীনে তার দীনকে রক্ষা করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَ لَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ﴾

"আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২২১]

কোনো মুসলিম নারীকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও মূর্তিপূজারীর নিকটও বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। কোনো মুসলিম পুরুষ মূর্তিপূজারী নারীকে বিবাহ করা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ﴾

“আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয়ই উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুমতিতে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন” [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২২১]

তবে কোনো মুসলিম পুরুষ আহলে কিতাব অর্থাৎ ইয়াহুদী অথবা খ্রিস্টান নারীকে শর্তসাপেক্ষে বিবাহ করা জায়েয হবে। অন্যতম শর্ত হলো, মহান আল্লাহ প্রদত্ত কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী হতে হবে, নাস্তিক বা শির্ককারিণী হবে না। সৎ চরিত্রের অধিকারিণী হতে হবে। কোনো কোনো আহলুল ইলম ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকে শর্ত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾

“আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো সব ভালো বস্তু এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের খাবার তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ।” [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৫]

(৫) যে মুসলিম তার দীনকে অমুসলিম দেশে থাকার কারণে সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না, তার জন্য মুসলিম দেশে হিজরত করা বাধ্যতামূলক। যেমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হিজরত করেছিলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ؕ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ؕ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ؕ فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ﴿٩٧﴾ اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ

النِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿٩٩﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা, যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না। অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৯৭-৯৯]

(৬) মুশরিক ও কাফিরদেরকে প্রথমে সালাম না দেয়া। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ»

"ইয়াহূদী ও নাসারাদের আগ বাড়িয়ে সালাম করো না।" [সহীহ মুসলিম: ২১৬৭]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ»

"যখন কোনো আহলে কিতাব তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা বলবে ওয়া আলাইকুম (তোমাদের উপরও)।" [সহীহ বুখারী: ৬২৫৮]

(৭) মুশরিক ও কাফিরদের কোনো অনুষ্ঠানে নেতৃত্বের আসনে বসাবে না। তাদের জন্য সম্মান জানিয়ে রাস্তাকে প্রশস্ত করবে না। আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ إِلَى أَضْيَقِهِ»

"এবং তাদের কাউকে রাস্তায় দেখলে তাকে রাস্তার পাশে চলতে বাধ্য করো।" [সহীহ মুসলিম: ২১৬৭; জামে' আত-তিরমিযী: ১৬০২]

(৮) মক্কার হারামের সীমানায় কোনো কাফির ও মুশরিক অবস্থান করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ۚ وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

"হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাপাক। সুতরাং তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় তাদের এ বছরের পর। আর যদি তোমরা দারিদ্র্যকে ভয় কর, তবে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তোমাদের অভাবমুক্ত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ২৮]

এ আয়াত নাযিলের পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের মৌসুমে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠালেন এ ঘোষণা দেয়ার জন্য যে, এ বছরের পরে যেন কোনো মুশরিক হজ্জ করতে না আসে এবং আল্লাহর ঘরে উলঙ্গভাবে তাওয়াফ না করে। [সহীহ বুখারী: ৩৬৯; সহীহ মুসলিম: ১৩৪৭]

(৯) কাফির ও মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে না দেয়া। তবে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে আসতে বাধা নেই। মুসলিমগণ যদি কাউকে কাজের জন্য নিয়ে আসে তাতেও অসুবিধা নেই। কারণ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওফাতের সময় বলেছেন,

«أَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ»

"মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ হতে বিতাড়িত কর।" [সহীহ বুখারী: ৩০৫৩; সহীহ মুসলিম: ১৬৩৭]

(১০) কাফির ও মুশরিকদের প্রশংসা না করা। কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু হওয়ায় মহান আল্লাহ তাদের নিন্দা করেছেন।

(১১) কাফির ও মুশরিকদের পোশাকাদি এবং তাদের সংস্কৃতির সাদৃশ্য হওয়া হারাম। ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»

"যে ব্যক্তি বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদের দলভুক্ত গণ্য হবে।" [আহমাদ, আল-মুসনাদ: ৫১১৫; সুনান আবূ দাউদ: ৪০৩১; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন]

কারণ তাদের সংস্কৃতি অনুসরণ গোপনে তাদেরকে ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে।

(১২) কাফিরদের সাথে যে সকল বিষয় বৈধ: নিম্নোক্ত কর্মসমূহ কাফির মুশরিকদের সাথে বৈধ হবে, তার অর্থ এই নয় যে, তাদের সাথে অন্তরঙ্গ (اَلْمُوَالَاةُ) বন্ধুত্ব অথবা ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ) করা হবে বরং এ কর্মসমূহ বৈধ (اَلْمُبَاحَةُ) হবে।

(ক) কাফিরদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে লেনদেন করে কোনো জিনিস ক্রয় বা বিক্রয় করা বৈধ।

(খ) কাফিরদের আবিষ্কার থেকে উপকার গ্রহণ করা।

(গ) যে বিষয়ে মুসলিম কর্মচারী পাওয়া যায় না, সে বিষয়ে অমুসলিমদের নিয়োগ দেয়া। তবে মুসলিমদের গোপন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

(ঘ) মুসলিমদের কল্যাণে তাদের সাথে চুক্তি করা। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন, হুদাইবিয়ায় মুশরিকদের সাথে চুক্তি করেছেন।

যখন তারা আমাদের সাথে সদাচরণ করবে, তখন তাদের সাথে বাহ্যিক সদাচরণ করা। তবে তাদের সাথে ভালোবাসা (اَلْمَحَبَّةُ) বা বন্ধুত্ব (اَلْمُوَالَاةُ) করা যাবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يَنْهَىٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾

"দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।" [সূরা ৬০; আল-মুমতাহিনাহ ৮]

(ঙ) মাতাপিতা কাফির ও মুশরিক হলেও তাদের সাথে বাহ্যিক সদাচরণ অব্যাহত রাখবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ﴿١٥﴾ ﴾

"আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শির্ক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। আর অনুসরণ কর তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়।" [সূরা ৩১; লুকমান ১৪-১৫]

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

قَدِمَتْ أُمِّي وَهْيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَمُدَّتِهِمْ، إِذْ عَاهَدُوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِيْهَا، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهْيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا. قَالَ «نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ»

অর্থাৎ, (বর্ণনাকারী বলেন,) কুরাইশরা যে সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি করেছিল, ঐ চুক্তিবদ্ধ সময়ে আমার মা তাঁর পিতার সঙ্গে এলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা এসেছেন, তবে তিনি অমুসলিম। আমি কি তার সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করবো? তিনি বললেন, "হ্যাঁ! তোমার মায়ের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করো।" [সহীহ বুখারী: ৫৯৭৯; সহীহ মুসলিম: ১০০৩]

***

[চার]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে পরিপূর্ণ মনে না করা, কিংবা অন্য কোনো মতাদর্শ বা জীবনবিধানকে এর চেয়ে উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ মনে করা

مَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ هَدْيَ غَيْرَ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَكْمَلُ مِنْ هَدْيِهِ، أَوْ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِهِ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ كَالذِي يُفَضِّلُ حُكْمَ الطَّوَاغِيتِ عَلَى حُكْمِهِ فَهُوَ كَافِرٌ

"যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের চেয়ে অন্য কারো আদর্শ অধিক পরিপূর্ণ, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুমের চেয়ে অন্য কারো হুকুম অধিক সুন্দর, যেমন কেউ তাঁর হুকুমের উপরে তাগূতদের হুকুমকে প্রাধান্য দেয়, সে ব্যক্তিও কাফির।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ

(هَدْيُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

এ কথার দ্বারা বুঝানো হয়- চরিত্রের ক্ষেত্রে, শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে, মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم»

"উত্তম বাণী হলো আল্লাহর কিতাব এবং উত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ।" [সহীহ মুসলিম: ৮৬৭]

তিনি মানুষের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আদর্শবান ছিলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"আর নিশ্চয়ই তুমি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।" [সূরা ৬৮; আল-ক্বালাম ৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে। আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।" [সূরা ৪; আলে-ইমরান ১৫৯]

তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতেন। তিনি এক্ষেত্রে রাগ ও কঠোরতা পরিহার করতেন। যেমন আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঐ ব্যক্তির ঘটনা, যিনি মসজিদে ঢুকে প্রস্রাব করে দিয়েছিলেন। তিনি তাকে প্রস্রাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধমক না দিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর এক বালতি পানি ঢেলে দিতে বললেন। আর তাকে বললেন,

«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ»

"এটা হলো মাসজিদ। এখানে প্রস্রাব করা কিংবা ময়লা আবর্জনা ফেলা যায় না বরং এ হলো আল্লাহর যিকর, সালাত আদায় এবং কুরআন পাঠ করার স্থান।" [সহীহ বুখারীঃ ২১৯; সহীহ মুসলিমঃ ২৮৫]

এছাড়াও আরো অনেক ঘটনা রয়েছে, যার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম আদর্শ তা প্রমাণিত হয়। এছাড়াও তিনি মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্য বা তাকে কেউ কষ্ট দিলেও রাগ করতেন না বরং এ ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতেন। তবে তিনি আল্লাহর অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহর জন্য রাগ করতেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ قَطُّ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ، فَيَنْتَقِمَ بِهَا لِلّٰهِ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য কখনো কোনো ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেন না, অবশ্য কেউ আল্লাহ্‌র নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন। [সহীহ বুখারী: ৬১২৬; সহীহ মুসলিম: ২৩২৭]

এমনিভাবে আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, যখন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাঁর উপর কঠোর হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

«دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوْهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوْهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً»

"তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারদের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার উটের সমবয়সী একটি উট তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা নেই। এর চেয়ে উত্তম উট রয়েছে। তিনি বললেন, তাই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।" [সহীহ বুখারী: ২৩০৬; সহীহ মুসলিম: ১৬০১]

তিনি তাঁর পরিবারের সাথে আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও 'সর্বোত্তম আদর্শ' ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوْهُ»

"তোমাদের মাঝে সে-ই ভালো যে তার পরিবারের নিকট ভালো। আর আমি আমার পরিবারের নিকট তোমাদের চেয়ে উত্তম। আর তোমাদের কোনো সঙ্গী মৃত্যুবরণ করলে তার সমালোচনা পরিত্যাগ করো।" [জামে' আত-তিরমিযী: ৩৮৯৫; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

এ সকল ক্ষেত্রে যদি কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাইতে অন্য কাউকে উত্তম আদর্শ মনে করে, সে বড় কুফরী (اَلْكُفْرُ الْأَكْبَرُ) করবে। যদি কেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বা ফায়সালার চাইতে

অন্য কারো নির্দেশকে উত্তম মনে করে, সে কুফরী করলো। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে পৌঁছানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত (مُبَلِّغٌ)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মূলত: আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লার নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা কর সে অনুযায়ী, যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন।" [সূরা ৪; আন-নিসা ১০৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ...﴾

"আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফায়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন...।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৪৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করা ঈমানের অন্যতম শর্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَرَجٗا مِّمَّا قَضَيۡتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾

"অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৬৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ থেকে বিমুখ হওয়া কোনো মুমিন নারী ও পুরুষের জন্য বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا﴾

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" [সূরা ৩৩; আল-আহযাব ৩৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ﴾

“রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও এবং আল্লাহকেই ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর।” [সূরা ৫৯; আল-হাশর ৭]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝﴾

“আর সে মনগড়া কথা বলে না। তা তো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।” [সূরা ৫৩; আন-নাজম ৩-৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস আল্লাহ ‘আয্‌যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে ওহী, আল-কুরআনুল কারীমের তাফসীর এবং ইসলামী শরী‘আতের দ্বিতীয় উৎস। ফলে কুরআনকে যেভাবে সম্মান করতে হবে, সহীহ হাদীসকেও সেভাবে সম্মান করতে হবে। কুরআনকে যেভাবে গ্রহণ করতে হবে, সহীহ হাদীসকেও সেভাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সূরা ৪৯; আল-হুজুরাত ১]

প্রত্যেক মুসলিমের উপর এটি দায়িত্ব ও কর্তব্য যে, তিনি শরী‘আতের সমস্ত হুকুম-আহকাম মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করবেন। দলীলবিহীন অথবা ভালো মনে করে নিজের মতানুযায়ী কোনো হুকুম-আহকাম গ্রহণ করা যাবে না। কোনো ব্যক্তির মতকে আল্লাহ ‘আয্‌যা ওয়া জাল্লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনার উপরে স্থান দেয়া যাবে না। অতএব, যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার নির্দেশের চাইতে অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের চাইতে অন্য কোনো মাখলুকের নির্দেশ অধিক সুন্দর বা উত্তম সে কুফরী করলো এটি ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম কারণ।

আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লার বিধান ছাড়া অন্য বিধান দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা (اَلْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالِيْ)

যে মুসলিম ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে, যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান ঐ যুগে প্রযোজ্য ছিল, বর্তমান যুগে এ বিধানগুলো যুগোপযোগী নয়। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমান যুগোপযোগী আইন-কানুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন, সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাবে।

যে মুসলিম ব্যক্তি এ চিন্তা-চেতনা পোষণ করবে যে, শরী'আহ আইন এ যুগে বাস্তবায়ন করা যাবে না, এ যুগে মানুষের তৈরি আইন-কানুন বাস্তবায়ন করতে হবে। এ চিন্তা-চেতনা মহান আল্লাহর প্রতি কুফরী। কারণ শরী'আতের আইন-কানুন কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক স্থানে সমভাবে প্রযোজ্য। এ বিশ্বাস প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানের অংশ।

যদি কেউ বলে, শরী'আতের দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন, ব্যভিচারীকে রজম করা, চোরের হাত কর্তন, মুরতাদকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, হত্যাকারীর কিসাসের বিধান এগুলো কঠিন আইন, বর্বর আইন, বর্তমান সভ্যতার যুগে এ সকল বিধান প্রযোজ্য নয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি কেউ বলে, ইচ্ছা করলে শরী'আহ আইনও মানা যাবে, আবার ইচ্ছা করলে অন্য আইন-কানুনও মানা যাবে। তারও ঈমান ভেঙে যাবে। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ﴾

"আর তাদের মধ্যে তার মাধ্যমে ফায়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৪৯]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا﴾

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" [সূরা ৩৩; আল-আহযাব ৩৬]

আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করা একটি অন্যতম ইবাদাত। তাই আল্লাহর প্রত্যেক বান্দার উপর ফরয, সে আল্লাহর আইনের সামনে মাথা নত করবে। সে এ আকীদা পোষণ করবে যে, এর সমপর্যায়ের

অথবা এর থেকে উত্তম আর কোনো আইন পৃথিবীতে নেই। কোনো বান্দা আল্লাহর ইবাদাত করা বা না করার ইখতিয়ার রাখে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

"মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে, 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম'।" [সূরা ২৪; আন-নূর ৫১]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, "তবে যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, মহান আল্লাহর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন ছাড়া অন্য আইন দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা বৈধ নয়, কিন্তু প্রকৃতির তাড়নায়, সম্পদের লোভের কারণে, পদ-পদবির লোভে, ক্ষমতার মোহে, মহান আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আইন বাস্তবায়ন করে না, তার জন্যও এটা বৈধ নয়, সেও ছোট কুফর (اَلْكُفْرُ الْأَصْغَرُ) করলো। এটাও আমলী কুফর, কবীরা গুনাহ। তবে সে ব্যক্তি মুরতাদ নয়।" [হাকিম, আল-মুসতাদরাক: ২/৩১৩]

মহান আল্লাহর আইন দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা বলতে কেউ কেউ সম্পদ নিয়ে বিরোধ, বিভিন্ন অধিকার নিয়ে বিরোধ প্রভৃতিকে বুঝে থাকেন। অর্থাৎ আদালতের বিচার-আচারকেই শুধু বুঝে থাকেন। মহান আল্লাহর আইনের বাস্তবায়ন বলতে সহীহ আকীদাও এর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের বাতিল আকীদাকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সহীহ আকীদায় ফিরিয়ে আনা এটিও আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত। এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, আকীদা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার। আকীদা বাদ দিয়ে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দীন কায়েম করি, এটি একটি বাতিল কথা। আকীদার ব্যাপারে প্রত্যেকে স্বাধীন, এ বিশ্বাস কুফরী আকীদা। সুতরাং প্রতিপালনের তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الرُّبُوْبِيَّةِ), নাম ও গুণাবলির তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ) এবং ইবাদাতের তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ) এর ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী আকীদা হওয়া আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের মূল কাজ।

যিনি ইবাদাতের তাওহীদ (تَوْحِيْدُ الْأُلُوْهِيَّةِ) বিশুদ্ধ করবেন, এ তাওহীদই তাকে বাধ্য করবে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করতে। কারণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য

কারো ইবাদাত করা যাবে না, অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না, এ সহীহ আকীদাই আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের মূল ভিত্তি। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'আজ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইয়েমেনে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন,

«فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ»

"সুতরাং তাদেরকে আহ্বান জানাবে এ সাক্ষ্য দেয়ার জন্য, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই আর আমি আল্লাহর রাসূল।" [সহীহ বুখারী: ১৪৫৮; সহীহ মুসলিম: ১৯]

সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামগণই সহীহ আকীদার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের সূচনা করেন। তারা মানুষের সামনে কুফর, শির্ক প্রভৃতি স্পষ্ট করেন। ঠিক একইভাবে নাম ও গুণাবলির (اَلْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ) ক্ষেত্রে আশা'ইরা (اَلْأَشَاعِرَةُ), মু'তাজিলা (اَلْمُعْتَزِلَةُ), জাহ্মিয়্যাহ (اَلْجَهْمِيَّةُ), মুরজিয়াহ (اَلْمُرْجِئَةُ), খারেজী (اَلْخَوَارِجُ) ও মাতুরিদিয়্যাহ (اَلْمَاتُرِيْدِيَّةُ) -দের বাতিল আকীদা দূর করাও আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত। এ সকল বাতিল আকীদার সাথে আপোষ করাও বাতিল আকীদার অন্তর্ভুক্ত। বিদ'আত দূর করাও আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেকটি আকীদা ও ইবাদাত কুরআন ও সুন্নাহর আইন অনুযায়ী হবে। এর ব্যতিক্রম হলেই তা বাতিল। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করলো, যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" [সহীহ মুসলিম: ১৭১৮]

ইরবাদ ইবনু সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদ'আত এবং প্রতিটি বিদ'আত হলো ভ্রষ্টতা।" [সুনান আবূ দাউদ: ৪৬০৭; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

সুতরাং আল্লাহর আইন কায়েম (اَلْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ) এটি ব্যাপক। শুধুমাত্র আদালতের বিচার-আচার এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং আকীদাও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

. . .

[পাঁচ]

ইসলামের কোনো বিধানকে অপছন্দ করা, কোনো বিধানকে অপ্রয়োজনীয় কিংবা অনুপযোগী মনে করা

مَنْ أَبْغَضَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بَهِ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ عَمِلَ بِهِ كَفَرَ

"কোনো ব্যক্তি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত কোনো বিধানকে অপছন্দ বা ঘৃণা করে, যদিও সে ঐ বিধান অনুযায়ী আমল করে, তবে সে কুফরী করল।"

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।" [সূরা ৪৭; মুহাম্মাদ ৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তার কোনো কিছুকে অপছন্দ করলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে ঈমানের রুকনসমূহের মধ্য থেকে কোনো একটি রুকনের প্রতি ঈমান অসম্পূর্ণ থাকলে, সেও মুমিন নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা দুই ভাগে বিভক্ত:

(১) আল-কুরআন (اَلْقُرْآنُ)- এটিই মূল অহী এবং ইসলামের মূল উৎস।

(২) আস-সুন্নাহ (اَلسُّنَّةُ)- এটিও আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤﴾

“আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।” [সূরা ৫৩; আন-নাজম ৩-৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ﴾

“রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের **নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও”** [সূরা ৫৯; আল-হাশর ৭]

আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা এবং তিনি যা নাযিল করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সুন্নাতকে ভালোবাসা একটি বড় ইবাদাত। আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার নাযিলকৃত কোনো বিধানকে অপছন্দ করা মানেই মহান আল্লাহকেই অপছন্দ করা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সুন্নাতকে অপছন্দ করা মানেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অপছন্দ করা, যা কুফরী ও ঈমান ভঙ্গের কারণ।

মুনাফিকগণ প্রকাশ্যে কুরআন ও সুন্নাহর অনেক বিধান আমল করত, কিন্তু অন্তরে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত, এটাকেও আল্লাহ তাআলা কুফরী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴾

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা আস, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে’, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে, তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।” [সূরা ৪; আন-নিসা ৬১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত কোনো বিধানকে অপছন্দের নীতিমালা (أَحْكَامُ الْبُغْضِ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

(ক) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত বিধানসমূহকে অপছন্দকারী মানুষগুলো দু’ভাগে বিভক্ত:

(১) সরাসরি কাফিরগণ (اَلْكُفَّارُ الْأَصْلِيُّوْنَ)। তারা প্রকাশ্যেই আল্লাহর বিধান ও রিসালাতকে অপছন্দ করত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴾

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে আস’, তারা বলে, ‘আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।’ যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল না তবুও?” [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ১০৪]

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন’, তারা বলে, ‘বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি’। যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?” [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১৭০]

(২) মুনাফিকগণ (اَلْمُنَافِقُوْنَ)। তারা প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাব ও রিসালাতকে পছন্দ করত, কিন্তু অন্তরে গোপনে অপছন্দ করত। অপরদিকে মুমিনগণ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ ও নিষেধকে পছন্দ করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

“মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন, তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: ‘আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম।’ আর তারাই সফলকাম।” [সূরা ২৪; আন-নূর ৫১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন,

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

“অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে। তারপর তুমি যে

ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৬৫]

মু'মিনগণ প্রকাশ্যে যেমন বলেন, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا (আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম), ঠিক একইভাবে তাদের অন্তরে কোনো সংকোচবোধ থাকে না।

(খ) মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যাবে না। কারণ দুটিই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যারা কুরআন ও সুন্নাহের মধ্যে পার্থক্য করে, তারা অবশ্যই গোমরাহীর মধ্যে আছে। কেউ কেউ বলে থাকে, আমরা কুরআন মানবো। কারণ কুরআনের মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আর সুন্নাহ মানবো না। কারণ, তার সনদের মধ্যে সন্দেহ আছে। অথচ যুগে যুগে অসংখ্য মুহাদ্দিস রাহিমাহুমুল্লাহ হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই করে তাকে সংরক্ষণ করেছেন।

যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, ঈমানের অসম্পূর্ণতা রয়েছে। যেমন- খারেজী, মুতাযিলা ও অন্যান্যরা হাদীসের প্রতি সংশয় সৃষ্টি করে। কেউ কেউ সকল হাদীসকেই অস্বীকার করে। আবার কেউ কেউ মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) ব্যতীত অন্য সকল হাদীসকে অস্বীকার করে।

আহলুস সুন্নাহ (أَهْلُ السُّنَّةِ) বা আহলুল হক্ব (أَهْلُ الْحَقِّ) দের মতে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস যদি সহীহ (صَحِيْحٌ) প্রমাণিত হয়, তা মুতাওয়াতির (مُتَوَاتِرٌ) হোক বা আহাদ (آحَادٌ) হোক, তা দ্বারা আকাইদ (اَلْعَقَائِدُ), ইবাদাত (اَلْعِبَادَاتُ) ও মু'আমিলাত (اَلْمُعَامِلَاتُ)-এর দলীল গ্রহণ করা যাবে। এটিই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ)-এর পদ্ধতি।

সুতরাং, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত প্রমাণিত হওয়ার পরেও যদি কারো অন্তরে ঘৃণা থাকে, তবে এটি মুনাফিকীর প্রমাণ বহন করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٨ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝٩﴾

"আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন

তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।" [সূরা ৪৭; মুহাম্মাদ ৮-৯]

(গ) ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর সব বিধানকে অপছন্দ করা জরুরি নয়, বরং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো বিধানকে অপছন্দ করলেও তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ইসলাম ভেঙে যাবে। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»

"তোমাদের মধ্যে কেউই ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না আমি যা এনেছি তার প্রতি তার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুগত না হয়ে যায়।" [মিশকাত আল-মাসাবীহ: হা/১৬৭; ইমাম নববী তাঁর আরবা'ঈন গ্রন্থে কিতাবুল হুজ্জাত এর সূত্রে হাদীসটিকে সহীহ হিসেবে সংকলন করেছেন।]

বর্তমানে অনেক মুসলিমকে দেখা যায়, তাদের আগ্রহ ও ইচ্ছার বিপরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ পাওয়া গেলেও তাকে অপছন্দ করে। যেমন- সুদের লেনদেন যা বর্তমানে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। যখন আপনি বলবেন, এটা তো সুদ, যা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারাম করেছেন। তখন দেখা যায়, কেউ প্রকাশ্যে, আবার কেউ অপ্রকাশ্যে এ কথাটি অপছন্দ করে। কেউ কেউ বলে, সমগ্র পৃথিবী তো সুদের উপরে চলে, এটা বিশ্ব অর্থনীতি, বর্তমানে সুদ ছাড়া চলা যায় না। এটাই ঈমান ভঙ্গের কারণ। যখন কেউ সুদের, জুয়ার, লটারির, মদের হারাম হওয়াকে অপছন্দ করে, যদিও সে সুদ থেকে, মদ থেকে, জুয়া থেকে দূরে থাকে, কিন্তু এটা হারাম হওয়াকে সে মনে মনে অপছন্দ করে।

একইভাবে ইসলাম নারীদের জন্য যে সকল বিধিবিধান আরোপ করেছে, তা কোনো কোনো মুসলিম পছন্দ করে না। যেমন- উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনে মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পাওয়া, সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে, দিয়াতের ক্ষেত্রে, পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে ছেলে-মেয়ে সমান হওয়ার দাবিদার হয়ে অসংখ্য আয়াত ও হাদীসকে অপছন্দ করে, এগুলোও ঈমান ভঙ্গের কারণ।

ঠিক এমনিভাবে শরয়ী হিজাবের বিধান। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে হিজাবের বিধান বর্ণনা করেছেন, তা থেকে শিথিল করে হিজাবের বিধানকে বর্ণনা করা, হিজাবের বিধানকে মনে

মনে অপছন্দ করা, হিজাবের বিধান যারা পালন করেন তাদেরকে অপছন্দ করাও ঈমান ভঙ্গের কারণ।

(ঘ) মুমিনদের সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকেও সঠিক পথে আছে মনে করা। যেমন- ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকেও মুমিন মনে করা। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৯]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায় তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ৮৫]

যদি কেউ বলেন, পৃথিবীতে সব আল্লাহর ধর্ম। যেকোনো একটি ধর্ম পালন করলেই সে আখিরাতে নাজাত পাবে, তাহলে তার ঈমান ভেঙে যাবে।

(ঙ) আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব (اَلْوَلَاءُ) ও সম্পর্ক ছিন্ন করা (اَلْبَرَاءُ) সম্পর্কে বিস্তারিত বিধি-বিধান বর্ণনা করেছেন। যদি কেউ এ اَلْوَلَاءُ ও اَلْبَرَاءُ এর বিধি-বিধান মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানায়, অথবা মনে মনে এ সকল বিধি-বিধানকে অপছন্দ করে, তার ঈমান ও ইসলাম ভেঙে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾

"এটি এ জন্য যে, তারা এমনসব বিষয়ের অনুসরণ করেছে, যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করেছে এবং তারা তাঁর সন্তোষকে অপছন্দ করেছে। ফলে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দিয়েছেন।" [সূরা ৪৭; মুহাম্মাদ ২৮]

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

“যারা দুষ্কর্ম করেছে তারা কি মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে এসব লোকের সমান গণ্য করব, যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে? তাদের বিচার কতইনা মন্দ!” [সূরা ৪৫; আল-জাসিয়াহ ২১]

(চ) কুরআন ও সুন্নাহকে ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম অংশ। এ ভালোবাসা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহকে অপছন্দ করবে, তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, ঈমান চলে যাবে। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «سَلُوْهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأَلُوْهُ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ»

অর্থাৎ, (বর্ণনাকারী বলেন,) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীকে একটি মুজাহিদ দলের প্রধান করে অভিযানে পাঠালেন। সালাতে তিনি যখন তাঁর সাথীদের নিয়ে ইমামতি করতেন, তখন ইখলাস সূরাটি দিয়ে সালাত শেষ করতেন। তারা যখন অভিযান থেকে ফিরে আসল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ব্যাপারটি আলোচনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাঁকেই জিজ্ঞেস কর কেন যে এ কাজটি করেছে?” এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিলেন, এ সূরাটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলি রয়েছে। এ জন্য সূরাটি পড়তে আমি ভালোবাসি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন।” [সহীহ বুখারী: ৭৩৭৫; সহীহ মুসলিম: ৮১৩]

আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ بِهَا افْتَتَحَ بِـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ

يَقْرَأُ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّوْرَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِيْكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُوْرَةٍ أُخْرَى فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى . قَالَ مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ . وَكَانُوْا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوْا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ «يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ» . فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ»

অর্থাৎ, (বর্ণনাকারী বলেন,) কুবা মসজিদে আনসার সম্প্রদায়ের এক লোক তাদের ইমামতি করতেন। তিনি সালাতে সূরা আল-ফাতিহার পর কোনো সূরা পাঠ করার ইচ্ছা করলে প্রথমে সূরা ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ পাঠ করতেন এবং এ সূরা শেষ করার পর এর সাথে অন্য সূরা পাঠ করতেন। তিনি প্রতি রাক'আতেই এরূপ করতেন। তার সাথীরা তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করে বললেন, আপনি এ সূরাটি পাঠ করার পর মনে করেন যে, এটা বুঝি যথেষ্ট হয়নি, তাই এর সাথে অন্য আরেকটি সূরাও পাঠ করেন। আপনি হয় এ সূরাটিই পাঠ করবেন, না হয় এটা বাদ দিয়ে অন্য কোনো সূরা পাঠ করবেন। তিনি বললেন, আমি এ সূরা বাদ দিতে পারব না। যদি তোমাদের পছন্দ হয় তবে আমি এ সূরাসহ ইমামতি করি, আর পছন্দ না হলে ইমামতি ছেড়ে দেই। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি। তাই তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম বানাতে তারা সম্মত হলেন না। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এলে তারা বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তিনি বললেন, "হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছে তা পালন করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর তোমাকে প্রতি রাক'আতে এ সূরা পাঠ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে?" তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এটি খুব ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এর প্রতি তোমার ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।" [সহীহ বুখারী: ৭৭৪; জামে' আত-তিরমিযী: ২৯০১]

কোনো ব্যক্তির নিকট যদি কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের চাইতে তার মাযহাবের মতকে বা তার ইমামের মতকে বেশি পছন্দ হয়, কুরআন ও সুন্নাহর দলীলটি তার মাযহাবের সাথে না মিলার কারণে অন্তরে তার (কুরআন ও সুন্নাহর) প্রতি অপছন্দ আসে, এটি তার ঈমান হারানোর ও আমল নষ্ট হওয়ার দলীল। কারণ সে আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তার প্রবৃত্তি, মাযহাব, দল ও ইমামকে অগ্রাধিকার দিল।

১. আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ﴾

"আর তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে তিলাওয়াত করা হলে যারা কুফরী করে তাদের মুখমণ্ডলে তুমি অসন্তোষ লক্ষ করবে;" [সূরা ২২; আল-হাজ্জ ৭২]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُوْنَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ؟

অর্থাৎ, তোমাদের উপর আকাশ থেকে কঙ্কর বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি বলছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর তোমরা বলছ, আবূ বকর, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন?" [ইবনু তাইমিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়াহঃ ২০/২৫১; অনুরূপঃ আহমাদ, আল-মুসনাদ (৫/২২৮ ও ৪/১৩৩): ৩১২১ ও ২২৭৭; অর্থের দিক দিয়ে বর্ণনাটি সহীহ]

৩. ইমাম শাফেয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَبَانَتْ لَهُ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ

মুসলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে কারও কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তা ছেড়ে দিয়ে অন্যের কথা গ্রহণ করা জায়েয নয়। [ইবনুল কাইয়্যিম, ই'লামুল মূআক্কি'য়ীন- ১/৬]

***

[ছয়]

ইসলামের কোনো বিধি-বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা

مَنِ اسْتَهْزَأَ بِشَيْءٍ مِنْ دِيْنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ ثَوَابِ اللهِ، أَوْ عِقَابِهِ، كَفَرَ

"যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের কোন বিষয় অথবা আল্লাহর সাওয়াব অথবা তাঁর শাস্তিকে নিয়ে ঠাট্টা বা খেল-তামাশা করে সেও কাফির হয়ে যাবে।"

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾

"বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওজর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৬৫-৬৬]

পঞ্চম কারণে আমরা দেখেছি أَبْغَضَ বা অপছন্দ করে, ঘৃণা করে, আর এখানে হলো اِسْتَهْزَأَ বা ঠাট্টা, খেল-তামাশা করে। اَلْبُغْضُ হলো অন্তরের কাজ, اَلْاِسْتِهْزَاءُ হলো মুখের কথা।

এ আয়াতে কারীমা নাযিলের প্রেক্ষাপট হলো, এক মজলিসে কিছু মুসলিম একত্রিত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম-গণকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিল। ঐ মজলিসে 'আওফ বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নামের একজন আনসারী যুবক উপস্থিত ছিলেন। তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন, তুমি মিথ্যা বলছো, তুমি মুনাফিক, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দেব। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা আয়াত

নাযিল করে এ মজলিসের খবর তাঁকে জানিয়ে দিলেন। ঐ ব্যক্তি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওজর পেশ করল। এখানে আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার সাথে, তাঁর আয়াতের সাথে, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ঈমান ভেঙে যাবে।

দীনের কোনো বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিধান

(أَحْكَامُ الْاِسْتِهْزَاءِ بِشَيْءٍ مِنَ الدِّيْنِ)

ঈমানের একটি অন্যতম শর্ত হলো- সত্যবাদিতা (اَلصِّدْقُ)। এতে অন্তরে বিশ্বাসের সাথে সাথে মুখে স্বীকৃতি দিতে হয়। মুখে স্বীকৃতি দেয়ার পরেও অন্তরের বিশ্বাস যদি পরিপূর্ণ না থাকে, তাহলে ঈমান ও ইসলাম ভেঙে যায়, উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে অনেকগুলো শরয়ী বিধান পাওয়া যায়।

১. মহান আল্লাহ ও তাঁর ক্ষমতাকে সম্মান করা ফরয। এক্ষেত্রে ঘাটতি হলে কাফির হয়ে যাবে। যেমন- ইয়াহুদীদের উক্তি:

﴿يَدُ اللّٰهِ مَغْلُوْلَةٌ ۚ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا﴾

"'আল্লাহর হাত বাঁধা'। তাদের হাতই বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে, তার জন্য তারা লা'নতগ্রস্ত বরং তাঁর দু'হাত প্রসারিত। যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং তোমার উপর তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফরী বাড়িয়েই দিচ্ছে।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৬৪]

﴿اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ﴾

"'নিশ্চয়ই আল্লাহ দরিদ্র এবং আমরা ধনী'।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৮১]

নাসারাদের উক্তি:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾

"অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, 'নিশ্চয়ই মারইয়ামপুত্র মাসীহই আল্লাহ'।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ১৭]

এ উক্তিগুলোকে আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা কুফরী হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা ফরয। এ সম্মানের কোনো ঘাটতি হলে কুফরী হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ وَ لَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। হে ঈমানদারগণ, তোমরা নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না এবং তোমরা নিজেরা পরস্পর যেমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বল, তাঁর সাথে সেরকম কথা বলো না। এ আশঙ্কায় যে, তোমাদের সকল আমল-নিষ্ফল হয়ে যাবে, অথচ তোমরা উপলব্ধিও করতে পারবে না। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর রাসূলের নিকট নিজেদের আওয়াজ অবনমিত করে, আল্লাহ তাদেরই অন্তরগুলোকে তাকওয়ার জন্য বাছাই করেছেন, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। নিশ্চয়ই যারা তোমাকে হুজরাহসমূহের পেছন থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশই বুঝে না। তুমি তাদের কাছে বের হয়ে আসা পর্যন্ত যদি তারা ধৈর্যধারণ করত, তাহলে সেটাই তাদের জন্য উত্তম হতো। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [সূরা ৪৯; আল-হুজুরাত ১-৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

"তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ডাকো রাসূলকে সেভাবে ডেকো না;" [সূরা আন-নূর ৬৩]

মহান আল্লাহ সম্বোধনের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রিসালাত ও নবুওয়াত দ্বারা সম্বোধন করেছেন। তাঁর নাম দ্বারা সম্বোধন করেননি। যেমন- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ - يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ বলে সম্বোধন করেছেন, يَا مُحَمَّدُ বলে সম্বোধন করেননি।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

"মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।" [সূরা ৩৩; আল-আহযাব ৪০]

এজন্য সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে قَالَ مُحَمَّدٌ বলেননি; বরং এভাবে বলেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ...

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾

"যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আন, তাকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ কর।" [সূরা ৪৮; আল-ফাতহ ৯]

৩. কুরআন কারীমের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও ফরয। কেননা, এটি আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার কালাম। সমস্ত সৃষ্টির উপরে যেমন আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার মর্যাদা, ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত কালামের উপরে আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লার কালামের মর্যাদা। আল্লাহর কালাম এটি আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার একটি সিফাত।

৪. আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও ফরয। কেননা, এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মনোনীত দীন ও শরী'আত। ইসলামের কোনো বিষয়ের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফরী। এটি ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের অন্যতম কারণ।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের প্রতি সম্মান করাও ফরয। কেননা এগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। এগুলো আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে ওহী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤﴾

"আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। তা তো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।" [সূরা ৫৩; আন-নাজম ৩-৪]

অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো হাদীসকে নিয়ে ঠাট্টা করা, সমালোচনা করা ঈমান ও ইসলাম ভঙ্গের কারণ।

৬. উলামায়ে কিরামদের সম্মান করাও ফরয। কেননা, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়ারিশ। আর আল্লাহ তাআলা তাদের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন।" [সূরা ৫৮; আল-মুজাদালাহ ১১]

এটি প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কিরামকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা তাঁরা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ এবং দীনি ইলম বহন করেন এবং তা মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। অতএব উলামায়ে কিরামদের সম্মান করা ফরয। আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ»

"সমস্ত নক্ষত্ররাজির উপর পূর্ণিমার চাঁদের যে প্রাধান্য, ঠিক তেমনি (মূর্খ) 'আবিদগণের উপর আলিমদের মর্যাদা বিদ্যমান।" [জামে' আত-তিরমিযী: ২৬৮২; সুনান ইবন মাজাহ: ২২৩; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

আবুদ-দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْبَحْرِ»

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের অধিবাসীগণ জ্ঞানীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি সমুদ্রের মাছেরা পর্যন্ত।" [সুনান ইবন মাজাহ: ২৩৯; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

"বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে।" [সূরা ৩৫; ফাতির: ২৮]

অতএব, উলামায়ে কিরামদের প্রতি অসম্মান ঈমান ভঙ্গের কারণ।

৭. এককভাবে এবং জামা'আতবদ্ধভাবে সকল মুসলিমকে সম্মান করাও ফরয।

৮. যে বৈঠকে আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর দীন, আল-কুরআন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, উলামায়ে কিরামদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা, উপহাস করা হয়,

সেখানে যারা উপস্থিত থাকবে, তারা যদি এর প্রতিবাদ না করে, তাদেরও ঈমান ভেঙে যাবে এবং আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। সূরা আত-তাওবাহর ৬৫-৬৬ নং আয়াতে বর্ণিত ঘটনায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছিল একজন, অথচ আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বহুবচন ব্যবহার করে বলেছেন, ﴿كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ অর্থাৎ "তোমরা ঠাট্টা করেছিলে?" এখানে যে যুবকটি প্রতিবাদ করেছিলেন, তিনি ব্যতীত উপস্থিত বাকি সবাইকে আল্লাহ তাআলা অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।" [সূরা ৬; আল-আন'আম ৬৮]

মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন,

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

"আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী।" [সূরা ৪; আন-নিসা ১৪০]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾﴾

"নিশ্চয়ই যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে বিদ্রূপ করত। আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে ঠাট্টা করত। আর যখন তারা পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে আসত তখন তারা উৎফুল্ল হয়ে ফিরে আসত। আর যখন তারা মুমিনদেরকে দেখত তখন বলত, 'নিশ্চয়ই এরা পথভ্রষ্ট'।" [সূরা ৮৩; আল-মুত্বাফফিফীন ২৯-৩০]

৯. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমগণকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করাও ঈমান ভঙ্গের কারণ। সাহাবীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনও ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ﴾

"আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ১০০]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ﴾

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; পরস্পরের প্রতি সদয়, তুমি তাদেরকে রুকূকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন থাকে।" [সূরা ৪৮; আল-ফাতহ ২৯]

মুহাজির সাহাবীদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ﴾

"এই সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন। এরাই তো সত্যবাদী।" [সূরা ৫৯; আল-হাশর ৮]

আনসার সাহাবীদের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

"আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে ভালেবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোনো ঈর্ষা অনুভব করে না এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদেরকে মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম।" [সূরা ৫৯; আল-হাশর ৯]

অতঃপর মহান আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ﴾

"যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ও আমাদের ভাই যারা ঈমান নিয়ে আমাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করুন; এবং যারা ঈমান এনেছিল তাদের জন্য আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের রব, নিশ্চয়ই আপনি দয়াবান, পরম দয়ালু।" [সূরা ৫৯; আল-হাশর ১০]

(১০) যে ব্যক্তি কৌতুক করে আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কুরআন মাজীদ ও সাহাবায়ে কিরামকে বা আলেমদেরকে গালি দেবে, তার ঈমান ভেঙ্গে যাবে। কেননা, আয়াতের মধ্যেই আছে, তারা বলেছিলঃ

﴿اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ﴾

"আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৬৫]

আল্লাহ তাআলা তাদের এ ওজরকে গ্রহণ করেননি।

(১১) কেউ যদি না জেনে মহান আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আয়াত ও সাহাবীদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে তাতেও তার ঈমান ভেঙে যাবে। কারণ এ আয়াতে যে মানুষগুলোর কথা বলা হয়েছে তারা ঈমানদার ছিল, তারা জানত না যে, এটি কুফরী। এজন্য মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ﴾

"তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৬৬]

অর্থাৎ তোমাদের ঈমানের পরে তোমরা কুফরী করেছ। আল্লাহ তাআলা তাদের ওজর গ্রহণ করেননি। তাহলে জেনে বুঝে ঠাট্টা করলে তার পরিণতি তো আরো কঠিন।

ঠাট্টা-বিদ্রূপের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الْاِسْتِهْزَاءِ)

উলামায়ে কিরাম اَلْاِسْتِهْزَاءُ বা ঠাট্টা-বিদ্রূপকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন,

(১) কথার মাধ্যমে স্পষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রূপ (اِسْتِهْزَاءٌ صَرِيْحٌ بِالْقَوْلِ): প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই শরী'আতের বিষয়াদি এবং উলামায়ে কিরামের ব্যাপারে কথা বলার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ﴾

"সে যে কথাই উচ্চারণ করে তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।" [সূরা ৫০; ক্বাফ ১৮]

(২) ইশারার মাধ্যমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা (اِسْتِهْزَاءٌ بِالْإِشَارَةِ): মুখে কথা না বলে ঠোঁটের মাধ্যমে, চোখের মাধ্যমে বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে উপহাস করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝ وَ اِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝﴾

"নিশ্চয়ই যারা অপরাধ করেছে তারা মুমিনদেরকে নিয়ে হাসত। আর যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত তখন তারা তাদেরকে নিয়ে চোখ টিপে বিদ্রূপ করত।" [সূরা ৮৩; আল-মুতাফফিফীন ২৯-৩০]

[সাত]

জাদু-টোনা

اَلسِّحْرُ وَمِنْهُ الصَّرْفُ وَالْعَطْفُ فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ

"জাদু করা (اَلسِّحْرُ)। জাদু বানটোনার দ্বারা সম্পর্ক বিচ্যুতি ঘটানো বা সম্পর্ক স্থাপন করানো; যদি কেউ এগুলো করে বা করতে রাজি হয় তবে সে কাফির হয়ে যাবে।"

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾

"তারা দু'জন (হারূত ও মারূত) কাউকে তা (জাদু) শিক্ষা দেয়ার পূর্বে অবশ্যই বলে যে, আমরা তো কেবল ফিতনা বা পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং, তোমরা কুফরী করো না।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১০২]

জাদু ও জাদুর প্রকারভেদ (اَلسِّحْرُ وَأَقْسَامُهُ)

প্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক اَلسِّحْرُ বা জাদু কি? জাদু (اَلسِّحْرُ) সম্পর্কে আরবী অভিধান (لِسَانُ الْعَرَبِ)-এ বলা হয়েছে,

اَلسِّحْرُ عَمَلٌ تُقُرِّبَ فِيْهِ إِلَى الشَّيْطَانِ وَبِمَعُوْنَةٍ مِنْهُ، كُلُّ ذَلِكَ الأَمْرُ كَيْنُوْنَةٌ لِلسِّحْرِ، وَمِنَ السِّحْرِ الأُخْذَةُ الَّتِي تأْخُذُ الْعَيْنَ حَتَّى يُظَنَّ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا يُرَى وَلَيْسَ الأَصْلُ عَلَى مَا يُرى؛

অর্থাৎ, জাদু এমন কিছু আমলকে বলা হয়, যা দ্বারা জাদুকর শয়তানের নৈকট্য অর্জন করে এবং এ ব্যাপারে শয়তানের সাহায্য নিয়ে থাকে। তারপর জাদুকর একটা জিনিসকে শয়তানের সহযোগিতায় তার আসল রূপের পরিবর্তে অন্যরূপে প্রকাশ করে। [লিসানুল আরব ৪: ৩৪৮]

শরী'আতের পরিভাষায় জাদু (اَلسِّحْرُ)-কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়: প্রকৃত জাদু (اَلْحَقِيْقِيُّ) ও ধারণাগত জাদু (اَلتَّخْيِيْلِيُّ)

(১) প্রকৃত জাদু (اَلسِّحْرُ الْحَقِيْقِيُّ): প্রকৃত জাদু এমন কিছু কাজকে বলা হয়, যার প্রভাব শরীরের মধ্যে অথবা মনের মধ্যে পড়ে। যেমন- রোগ অথবা মৃত্যু দ্বারা শরীরের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে। অথবা এর প্রভাব বিবেকের উপর পড়ে, যেমন সে মনে করে কাজটি করেছে, অথচ কাজটি সে করেনি। অথবা মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে, এতে কারো প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় অথবা অনিচ্ছাকৃত ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। এটাকেই বলা হয়, বিচ্যুতি ঘটানো (اَلصَّرْفُ) এবং সম্পর্ক স্থাপন করানো (اَلْعَطْفُ)। اَلْعَطْفُ হলো ঐ জিনিস, যাতে কোনো জিনিসের প্রতি বা কোনো ব্যক্তির প্রতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। اَلصَّرْفُ হলো ঐ জিনিস যাতে কোনো জিনিসের প্রতি অথবা কোনো ব্যক্তির প্রতি অপছন্দ বা ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যেমন- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো অথবা একে অপরের প্রতি ভালোবাসার সৃষ্টি করা। একে اَلتِّوَلَةُ -ও বলা হয়।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٢ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٣ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٤﴾

"বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়, আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে।" [সূরা ১১৩; আল-ফালাক্ব ১-৪]

এ সূরার মধ্যে যে জাদুর কথা বলা হয়েছে, তা হলো اَلسِّحْرُ الْحَقِيْقِيُّ বা প্রকৃত জাদু। এ সূরার মধ্যে যে ফুৎকারের কথা বলা হয়েছে, তা হলো জাদুগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে গিরায় ফুৎকার দেয়া। ইয়াহুদী জাদুকর লবীদ বিন আল-আ'ছাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করেছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মনে হতো কোনো কাজ তিনি করেছেন, অথচ তা তিনি করেন নি। তিনি জাদু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। কারণ সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালাম মানুষ ছিলেন। জাদু এক ধরনের অসুস্থতা। মানুষকে যেমন রোগব্যাধি আক্রান্ত করে, নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণকেও রোগ-ব্যাধি আক্রান্ত করে। অতঃপর আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন, তাঁরা দু'জন এ সূরার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

سَحَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْدِيٌّ مِنْ يَهُوْدِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ قَالَتْ حَتَّى كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ دَعَا رَسُوْلُ

اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ دَعَا ثُمَّ دَعَا ثُمَّ قَالَ «يَا عَائِشَةُ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ جَاءَنِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ. فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِي لِلَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ أَوِ الَّذِي عِنْدَ رِجْلَيَّ لِلَّذِي عِنْدَ رَأْسِي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ. قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَمِ. قَالَ فِي أَيِّ شَيْءٍ قَالَ فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ. قَالَ وَجُبِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذِي أَرْوَانَ» قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ «يَا عَائِشَةُ وَاللهِ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْحِنَّاءِ وَلَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُءُوْسُ الشَّيَاطِيْنِ» قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَلَا أَحْرَقْتَهُ قَالَ «لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ عَافَانِي اللهُ وَكَرِهْتُ أَنْ أُثِيْرَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا فَأَمَرْتُ بِهَا فَدُفِنَتْ»

অর্থাৎ, (বর্ণনাকারী বলেন,) লাবীদ ইবনু আ'সাম নামে বানূ যুরায়ক সম্প্রদায়ের এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করল। তিনি বলেন, এ জাদুর কারণে এমনও হতো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণ হতো যেকোনো (পার্থিব) কাজ তিনি করছেন, অথচ (প্রকৃতভাবে) তিনি তা করছেন না। পরিশেষে একদিনে কিংবা এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন; আবার দু'আ করলেন, আবার দু'আ করলেন। অতঃপর বললেন, "হে আয়িশাহ্! তুমি কি অনুধাবন করতে পেরেছ যে, আল্লাহ আমাকে সে ব্যাপারে সমাধান দিয়েছেন, যে ব্যাপারে আমি তাঁর নিকট সমাধান চেয়েছিলাম? (তা এভাবে যে) (দু'জন ফেরেশতা) দু'লোক (মানুষের বেশ ধরে) আমার নিকট আসলো। তাদের একজন আমার মস্তকের নিকট এবং অপরজন আমার পায়ের নিকট বসল। অতঃপর আমার মাথার নিকটের লোক পায়ের নিকটের লোককে অথবা আমার পায়ের নিকটের লোকটি আমার মাথার নিকটের লোকটিকে বলল, লোকটির ব্যাধি কি? (অপরজন) বলল, 'জাদুগ্রস্ত'। (প্রথম জন) বলল, কে তাকে জাদু করেছে? (দ্বিতীয় জন) বলল, লাবীদ ইবনু আ'সাম। (প্রথমজন) বলল, কোন জিনিসে? (দ্বিতীয় জন) বলল, চিরুনি, (আঁচড়ানোর সময় চিরুনির সঙ্গে) উঠা চুল, (আরও) বলল, পুরুষ খেজুরের ফুলের বেস্টনিতে। (প্রথমজন) বলল, তা কোথায়? (দ্বিতীয় জন) বলল, 'যী আরওয়ান' কুয়ায়।"

তিনি (আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেথায় আসলেন। তারপর

(ফিরে এসে) বললেন, "হে আয়িশাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! সে (কূপের) পানি যেন 'মেহেদিপাতা ভিজানো' (পানি) এবং সেখানকার খেজুর গাছ যেন শাইতানের মস্তিষ্ক।" তিনি বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আপনি তা (জনসমক্ষে) পুড়ে ফেললেন না কেন? তিনি বললেন, "না! (আমি তা উচিত মনে করেনি)। কেননা, আল্লাহ আমাকে তো রোগমুক্ত করেছেন, আর লোকদেরকে কোনো অকল্যাণে উত্তেজিত করা অপছন্দ করছি। আমি সে ব্যাপারে নির্দেশ দিলাম। ফলে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে।" [সহীহ বুখারী: ৫৭৬৩, ৫৭৬৬, ৬৩৯১: সহীহ মুসলিম: ২১৮৯]

(২) ধারণাগত জাদু (اَلسِّحْرُ التَّخْيِيْلِيُّ): এ প্রকারের জাদু হলো, যা চক্ষু ও দৃষ্টিশক্তির উপর প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে কোনো জিনিসকে বাস্তবতার বিপরীত দেখতে পায়। যেমন- ফেরাউনের জাদুকরগণ মুসা আলাইহিস সালামের সাথে করেছিল। তারা যে জাদুটি করেছিল, এটিই হলো ধারণাগত জাদু (اَلسِّحْرُ التَّخْيِيْلِيُّ)। আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেন,

﴿قَالَ اَلْقُوْا ۚ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا سَحَرُوْۤا اَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوْهُمْ وَجَآءُوْ بِسِحْرٍ عَظِيْمٍ﴾

"সে বলল, 'তোমরা নিক্ষেপ কর।' অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকদের চোখে জাদু করল এবং তাদেরকে ভীত করে তুলল। তারা বড় জাদু প্রদর্শন করল।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১১৬]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى﴾

"অতঃপর তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে।" [সূরা ২০; ত্ব-হা ৬৬]

অর্থাৎ তাদের জাদুর কারণে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে মনে হচ্ছিল যে, লাঠি ও রশিসমূহ নড়াচড়া করছে, হাঁটছে, দৌড়াচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে তা নড়াচড়াও করছে না, হাটছেও না, এটাই হলো ধারণাগত জাদু (اَلسِّحْرُ التَّخْيِيْلِيُّ)।

জাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য (اَلْفَرْقُ بَيْنَ السِّحْرِ وَالْمُعْجِزَاتِ)

মু'জিযা ও জাদুর মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. মু'জিযা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর জাদু শয়তানি কর্ম। এ দু'প্রকারের জাদু প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা ফেরাউনের কাওমের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন। ফেরাউনের রাজদরবারে, তার প্রজাদের মধ্যে অনেকেই পেশাদার জাদুকর ছিল। যখন মূসা আলাইহিস সালাম তার রবের পক্ষ থেকে রিসালাতের দায়িত্ব পেলেন এবং নবুওয়াতের

সত্যতাস্বরূপ তাঁকে মু'জিযা দান করলেন, যেমন- লাঠি সাপে পরিণত হওয়া, পকেট থেকে হাত বের করলে শুভ্রতা পরিলক্ষিত হওয়া, যা একমাত্র আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, যাতে মানুষের কোনো হাত নেই। তখন ফেরাউন ও তার সভাসদবর্গ একে জাদু মনে করে। অথচ মু'জিযা প্রদর্শনে নবী আলাইহিমুস সালামগণের কোনো হাত নেই, এটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার ইখতিয়ার। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقَالُوْا لَوْلَاۤ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيٰتٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ﴾

"আর তারা বলে, 'তার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে নিদর্শনসমূহ নাযিল হয় না কেন?' বল, 'নিদর্শনসমূহ তো আল্লাহর কাছে।" [সূরা ২৯: আল-'আনকাবূত ৫০]

অপরপক্ষে জাদু হলো সম্পূর্ণরূপে মানুষের তৈরি, যা মানুষ জিন ও মানুষ শয়তান থেকে শিক্ষালাভ করে। এটি একটি শয়তানি কর্ম। মানুষ শয়তানি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এটি লাভ করতে পারে, কিন্তু মু'জিযা একমাত্র আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লার পক্ষ থেকে। মহান আল্লাহর নির্দেশনা ছাড়া কোনো মানুষ তা আয়ত্ত করতে পারে না।

২. মু'জিযা (اَلْمُعْجِزَةُ) সত্য আর জাদু (اَلسِّحْرُ) বাতিল। যখন মূসা আলাইহিস সালাম মু'জিযা প্রদর্শন করলেন, তখন তারা বললো, এটা তো জাদু, আর এ ব্যক্তি জাদুকর। আর ফেরাউন বলে উঠলো:

﴿فَلَنَاْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهٖ﴾

"তাহলে আমরা অবশ্যই তোমার নিকট অনুরূপ জাদু নিয়ে আসব।" [সূরা ২০: ত্ব-হা ৫৮]

একটি নির্দিষ্ট দিনে মূসা আলাইহিস সালামের মোকাবেলা করার জন্য জাদুকরদের একত্রিত করল এবং জনগণকে সমবেত করল তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। জাদুকররা মূসা আলাইহিস সালামের উপর বিজয়ী হয়, নাকি মূসা আলাইহিস সালাম জাদুকরদের উপর বিজয়ী হয়। মূসা আলাইহিস সালামের সামনে জাদুকররা লাঠি ও রশিসমূহ ছেড়ে দিল। এমনকি মূসা আলাইহিস সালাম ভয় পেয়ে গেলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَاَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا... ﴿٦٩﴾﴾

"তখন মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম, তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী হবে। আর তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও। তারা যা করেছে, এটা সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে।..." [সূরা ২০: ত্ব-হা ৬৭-৬৯]

অতঃপর মহান আল্লাহর নির্দেশে তিনি তাঁর হাতের লাঠি ছেড়ে দিলেন। আল্লাহর নির্দেশে লাঠি বড় এক অজগরে পরিণত হয়ে সব জাদুকে খেয়ে ফেলল। জাদুকররা বুঝতে পারল এটি কোনো মানুষের তৈরি নয়। এটি একমাত্র মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। তারা ঈমান আনল, তাওবা করল এবং মহান আল্লাহর সামনে সিজদাবনত হয়ে গেল। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۝١٢٠ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٢١ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝١٢٢﴾

"আর জাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, 'আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। মূসা ও হারূনের রবের প্রতি'।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১২০-১২২]

এখানে মহান আল্লাহ মু'জিযাকে সত্য এবং জাদুকে বাতিল হিসেবে প্রমাণ করলেন। জাদুকররা সত্যের সন্ধান পেয়ে যেকোনো জুলুম মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝٧٢ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝٧٣﴾

"সুতরাং তুমি যা ফায়সালা করতে চাও, তাই করো। তুমি তো কেবল এ দুনিয়ার জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ এবং যে জাদু তুমি আমাদেরকে করতে বাধ্য করেছ, তা ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ও চিরস্থায়ী'।" [সূরা ২০; ত্ব-হা ৭২-৭৩]

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জাদু প্রাচীন আমল থেকেই মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তা ফিরাউনের যুগের আগ থেকেও তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তা বনী ইসরাঈলের মধ্যে চালু থাকার কারণে সুলাইমান আলাইহিস সালামের যুগেও বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা জিন, ভূত ও শয়তানদেরকে তার অনুগত করে দিলেন। কারণ আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা তাকে এমন রাজত্ব দান করলেন, যা পৃথিবীতে আর কাউকে দান করেননি।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِي﴾

"এবং আমাকে এমন এক রাজত্ব দান করুন, যা আমার পর আর কারো জন্যই প্রযোজ্য হবে না।" [সূরা ৩৮; সোয়াদ ৩৫]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّغَوَّاصٍ ۝٣٧ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ۝٣٨﴾

“আর (অনুগত করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরির শয়তান (জিন) সমূহকেও আর শেকলে আবদ্ধ আরো অনেককে।” [সূরা ৩৮; সোয়াদ ৩৭-৩৮]

সুলাইমান আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পর শয়তানগণ প্রচার করতে শুরু করে যে, সুলাইমান আলাইহিস সালামের জাদুর মাধ্যমেই জিন ও শয়তানদের দিয়ে কাজ করাতো। অথচ জাদু কুফরী। একজন নবীর ব্যাপারে অপবাদ দেয়ার কারণে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ؕ وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ؕ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ ؕ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ؕ وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۛؕ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ؕ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ﴾

“আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে জাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না, যে পর্যন্ত না বলত যে, আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোনো ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোনো অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজেদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত।” [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১০২]

জাদুকরের শাস্তি (عُقُوْبَةُ السَّاحِرِ)

এ আয়াতগুলো প্রমাণ বহন করে যে, জাদু শিক্ষা লাভ করা, জাদু শিখানো, জাদু করা প্রভৃতি ঈমান ভঙ্গের অন্যতম কারণ। জাদুকরের শাস্তি হলো তাকে হত্যা করা। এ ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»

“জাদুকরের শাস্তি হল তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড।” [জামে' আত-তিরমিযী: ১৪৬০; ইমাম তিরমিযী রাহি. বলেন, হাদীসটি জুনদুব রাদি. থেকে মাওকুফ হিসেবে সহীহ]

বাজালাহ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِذْ جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَانْهَوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ فَقَتَلْنَا فِي يَوْمٍ ثَلَاثَةَ سَوَاحِرَ وَفَرَّقْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمَجُوْسِ وَحَرِيْمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ

অর্থাৎ, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর মৃত্যুর এক বছর পূর্বে তাঁর লেখা একটি পত্র আমাদের কাছে আসে। পত্রের বিষয়বস্তু এরূপ- ‘প্রত্যেক জাদুকরকে হত্যা করবে, প্রত্যেক মাহরাম অগ্নিপূজারী স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ ছিন্ন করবে এবং তাদেরকে যামযামা থেকে বিরত রাখবে।’ অতঃপর আমরা একদিনে তিনজন জাদুকর হত্যা করি এবং আল্লাহর কিতাবে বিধিবদ্ধ প্রতিটি অগ্নিপূজারী পুরুষ ও তার মুহরিম স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করি। [সুনান আবূ দাউদ: ৩০৪৩; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

وَحَدُّ السَّاحِرِ الْقَتْلُ. رُوِيَ ذٰلِكَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَحَفْصَةَ، وَجُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَجُنْدُبِ بْنِ كَعْبٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ

অর্থাৎ, জাদুকরের শাস্তি হত্যা করা। এটি উমর, উসমান বিন আফফান, ইবনু উমার, হাফসা, জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ, জুনদুব বিন কা'ব, কায়স বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং উমর বিন আব্দুল আযীয রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এটিই ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক রাহিমাহুমাল্লাহর অভিমত।” [ইবনে কুদামা, আল-মুগনী: ৯/৩০]

[আট]

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাউকে সহযোগিতা করা এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করা

مُظَاهَرَةُ الْمُشْرِكِيْنَ وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَي الْمُسْلِمِيْنَ

"মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির, মুশরিক কিংবা অন্য যে কারো পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা।"

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

"হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৫১]

এখানে বন্ধুত্ব রাখা (اَلْوَلَاءُ) ও বৈরিতা পোষণ করার (اَلْبَرَاءُ) একটি প্রকারকে তুলে ধরা হয়েছে। اَلْوَلَاءُ এর মধ্যে আন্তরিক ভালোবাসা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা, কাফিরদের প্রশংসা করা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। কাফির ও মুশরিকদের প্রতি বৈরিতা পোষণ করা (اَلْبَرَاءُ) প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।

কাফিরদেরকে সহযোগিতা করার বিধান (أَحْكَامُ مُظَاهَرَةِ الْكُفَّارِ)

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহযোগিতা করা কয়েক ধরনের হতে পারে।

(১) কাফিরদের কুফর, শির্ক ও গোমরাহীকে ভালোবেসে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সহযোগিতা করা। এটি নিঃসন্দেহে কুফরে আকবার বা বড় কুফরী। তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেবে।

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয়ই তাদেরই একজন।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৫১]

(২) ইচ্ছাকৃতভাবে বা তাদেরকে ভালোবেসে সাহায্য করে না, বরং তাদের মাঝে অবস্থান করার কারণে তাদেরকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়, এ ব্যাপারেও কঠিন হুমকি রয়েছে এবং কুফরীর কারণে ঈমান ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের দিন কিছু মুসলিম মুশরিকদের সাথে বের হতে বাধ্য হয়, তারা মুশরিকদের পছন্দ করে মক্কায় রয়ে গেছেন তাও নয় বরং তারা তাদের সম্পদ, দেশ ও সন্তান-সন্ততিকে ভালোবেসে মদীনায় হিজরত না করে মক্কায় থেকে যান, তারা কুফরকে, শির্ককে ও কাফিরদেরকে অপছন্দই করতো। এক্ষেত্রে যাদের হিজরতের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হিজরত করেন নি, আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা তাদেরকে কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন, আর যারা হিজরতে সমর্থ ছিল না, আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা তাদের ওজর গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۚ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٩﴾ ﴾

"নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি যুলমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে, আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে? সুতরাং ওরাই তারা, যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। তবে যে দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা কোনো উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোনো রাস্তা খুঁজে পায় না। অতঃপর আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।" [সূরা ৪; আন-নিসা ৯৭-৯৯]

(৩) যে ব্যক্তি বাধ্য না হয়েও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করে, অথচ তার অন্তরে কাফিরদের ধর্মের প্রতি অপছন্দ বিদ্যমান, এটিও নিঃসন্দেহে বড় ধরনের গুনাহ এবং তার ব্যাপারে কুফরীর আশঙ্কা হয়।

(৪) যে সকল কাফিরদের সাথে মুসলিমদের চুক্তি রয়েছে, ঐ সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে অন্য কাফিরদের সাহায্য করা, এটাও হারাম। কারণ এর দ্বারা মুসলিমদের চুক্তি ভঙ্গ হয়। চুক্তিবদ্ধ কাফিরদের হত্যা করা জায়েয নয়। কারণ এতে প্রতারণা হয়। আব্দুল্লাহ ইব্‌নু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»

“যে ব্যক্তি কোনো জিম্মীকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব হতে পাওয়া যাবে।” [সহীহ বুখারী: ৩১৬৬]

(৫) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদেরকে ভালোবাসে কিন্তু কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে না। এ অবস্থাকেও আল্লাহ ‘আয্‌যা ওয়া জাল্লা নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ﴾

“তুমি পাবে না এমন জাতিকে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, বন্ধুত্ব করতে তার সাথে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে, যদিও তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন।” [সূরা ৫৮; আল-মুজাদালাহ ২২]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

“নিজ পিতার জন্য ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা তো ছিল একটি ওয়াদার কারণে, যে ওয়াদা সে তাকে দিয়েছিল। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নিশ্চয়ই সে আল্লাহর শত্রু, সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল অধিক প্রার্থনাকারী ও সহনশীল।” [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ১১৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمۡ أَوۡلِيَآءَ تُلۡقُونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَقَدۡ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلۡحَقِّ يُخۡرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمۡ أَن تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمۡ إِن كُنتُمۡ خَرَجۡتُمۡ جِهَٰدٗا فِي سَبِيلِي وَٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِيۚ تُسِرُّونَ إِلَيۡهِم بِٱلۡمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعۡلَمُ بِمَآ أَخۡفَيۡتُمۡ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡۚ وَمَن يَفۡعَلۡهُ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ إِن يَثۡقَفُوكُمۡ يَكُونُواْ لَكُمۡ أَعۡدَآءٗ وَيَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ وَأَلۡسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكۡفُرُونَ ٢ لَن تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡۚ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَفۡصِلُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٣ قَدۡ كَانَتۡ لَكُمۡ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذۡ قَالُواْ لِقَوۡمِهِمۡ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُاْ مِنكُمۡ وَمِمَّا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرۡنَا بِكُمۡ وَبَدَا بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةُ وَٱلۡبَغۡضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥٓ ...﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করো না, অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে এবং রাসূলকে ও তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে এজন্য যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে সংগ্রামে ও আমার সন্তুষ্টির সন্ধানে বের হও (তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না) তোমরা গোপনে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি জানি। তোমাদের মধ্যে যে এমন করবে সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। তারা যদি সুযোগ পায় তবে তোমাদের শত্রু হবে এবং মন্দ নিয়ে তোমাদের দিকে তাদের হাত ও যবান বাড়াবে; তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরী করতে! কিয়ামত দিবসে তোমাদের আত্মীয়তা ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবে না। তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং উদ্রেক হলো আমাদের- তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন।..." [সূরা ৬০; আল-মুমতাহিনাহ ১-৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ﴾

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা তো আখিরাত সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়েছে, যেমনিভাবে কাফিররা কবরবাসীদের সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে।" [সূরা ৬০; আল-মুমতাহিনাহ ১৩]

কাফিরদের সাথে বৈরিতা পোষণের নীতিমালা (أَحْكَامُ الْبَرَاءِ مَعَ الْكُفَّارِ):

এ বিষয়ে শরী'আতের কিছু বিধি-বিধান রয়েছে-

(১) মুসলিম নারীকে কোনো কাফির পুরুষের সাথে বিবাহ দেয়ার হুকুম

কোনো মুসলিম নারীকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, মূর্তিপূজারী, প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক পুরুষের সাথে বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ؕ وَ لَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ؕ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّ لَوْ اَعْجَبَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۖۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ﴾

"আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে এবং মুমিন দাসী মুশরিক নারীর চেয়ে নিশ্চয়ই উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। আর মুশরিক পুরুষদের সাথে বিয়ে দিয়ো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। আর একজন মুমিন দাস একজন মুশরিক পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদেরকে মুগ্ধ করে। তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহবান করে, আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২২১]

তবে যখন কুফরী, মূর্তিপূজা, নাস্তিকতা পরিহার করে ইসলামে প্রবেশ করবে, তখন তার সাথে মুসলিম নারীদের বিবাহ বৈধ হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ﴾

“হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কাছে মু'মিন মহিলারা হিজরত করে আসলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখ। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে অধিক অবগত। অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা মুমিন মহিলা, তাহলে তাদেরকে আর কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠিও না। তারা কাফিরদের জন্য বৈধ নয় এবং কাফিররাও তাদের জন্য হালাল নয়।” [সূরা ৬০; আল-মুমতাহিনাহ ১০]

প্রথমে মুসলিম ছিল, তখন তার সাথে মুসলিম নারীর বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীতে স্বামীর ঈমান ভেঙে গিয়েছে, তাহলে তাদের বিবাহও ভেঙে যাবে।

আর মুসলিম পুরুষ কাফির নারীকে বিবাহ করতে পারবে কি না– এ ব্যাপারে নিয়ম হলো-

কাফির নারী যদি আহলে কিতাব ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বী হয়, তাহলে সর্বসম্মতভাবে তাকে বিবাহ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহর বাণী-

﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ﴾

“আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।” [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ২২১]

আর যদি আহলে কিতাব নারী হয়, তাহলে শর্তসাপেক্ষে তাদেরকে বিবাহ করা জায়েয। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾

“আজ তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো সব ভালো বস্তু এবং যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে, তাদের খাবার তোমাদের জন্য বৈধ এবং তোমাদের খাবার তাদের জন্য বৈধ। আর মুমিন সচ্চরিত্রা নারী এবং তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদের সচ্চরিত্রা নারীদের সাথে তোমাদের বিবাহ বৈধ।” [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৫]

এ আয়াতে কারীমা থেকে বুঝা যায়, আহলে কিতাবের নারীদের বিবাহ করার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে:

প্রথম শর্ত হলো: সচ্চরিত্রবান হওয়া, ব্যভিচারিণী না হওয়া।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

“এবং ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক ছাড়া বিয়ে করবে না। আর মুমিনদের উপর এটা হারাম করা হয়েছে।” [সূরা ২৪; আন-নূর ৩]

দ্বিতীয় শর্ত হলো: আসমানী কিতাবের অনুসারী হওয়া। অর্থাৎ, তাওরাত, ইঞ্জিল বা যাবূরের অনুসারী হতে হবে। প্রকৃত ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হতে হবে। ইয়াহুদী বা খ্রিস্টানের নামে মূর্তিপূজারী, নাস্তিক বা প্রকৃতিপূজারী হওয়া যাবে না।

তবে এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানেরা আহলে কিতাব হলেও তারা তো কাফিরের অন্তর্ভুক্ত। আর স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে তো ভালোবাসার সম্পর্ক থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

“আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।” [সূরা ৩০; আর-রূম ২১]

তাহলে কাফিরের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক কিভাবে হবে? অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ﴾

“ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।” [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৫১]

এর উত্তরে বলা যায় যে, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা বিবাহের কারণে প্রাকৃতিক ভালোবাসা। এটি দীনের কারণে ঈমানী ভালোবাসা নয়। অমুসলিমদের প্রতি ঈমানী ভালোবাসা বৈধ নয়।

(২) কাফিরদের সাথে বাহ্যিক সদাচরণ বৈধ, যখন তারা আমাদের প্রতি কোনো জুলুম বা অত্যাচার না করে। তবে তাদের সাথে আন্তরিক ভালোবাসা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

“দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে এবং তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করছেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন।” [সূরা ৬০; আল-মুমতাহিনাহ ৮]

এ বাহ্যিক সদাচরণ দাওয়াতের ক্ষেত্রে সহায়ক। এ আচরণের ফলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে।

(৩) কাফিরদের সাথে দুনিয়াবী লেনদেন বৈধ। যেমন- তাদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, জিনিস ক্রয়-বিক্রয় করা। মুসলিমগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে কাফিরদের থেকে কাপড়-চোপড়, জুতা-স্যান্ডেল, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করতেন।

(৪) কাফিরদেরকে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া বৈধ। যে বিষয়ে মুসলিম পারদর্শী কর্মী পাওয়া যাবে না, সে বিষয়গুলোতে অমুসলিমদের নিয়োগ দেয়া যাবে। এটিও ক্রয়-বিক্রয়ের মতোই।

(৫) কাফির পিতামাতার প্রতি সদাচরণ মুসলিম সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। যদিও কাফিরের প্রতি ভালোবাসা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ্ বাণী:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ﴾

"এমন জাতিকে তুমি পাবে না যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে, অথচ বন্ধুত্ব করে তার সাথে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত, যদি তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র, অথবা ভাই, অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠীও হয়।" [সূরা ৫৮; আল-মুজাদালাহ ২২]

কিন্তু ইসলাম ইহসান ও অনুগ্রহের দীন। এজন্য আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা নির্দেশ দিয়েছেন,

﴿وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيْكَ ؕ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ ﴿١٤﴾ وَ اِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰۤى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ۙ فَلَا تُطِعْهُمَا وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا﴾

"আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। সুতরাং, আমার ও তোমার পিতামাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শির্ক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।" [সূরা ৩১; লুকমান ১৪-১৫]

(৬) কাফিরদের পক্ষ থেকে অনিষ্টতার আশঙ্কা করলে, তাদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের কিছু সম্পদ দেয়া অথবা জাগতিক কিছু দেয়া বন্ধুত্বের (اَلْمُوَالَاةُ) অন্তর্ভুক্ত নয়।

একে শরী'আতের ভাষায় নরম ব্যবহার (اَلْمُدَارَاةُ) বলা হয়। মহান আল্লাহর বাণী:

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ﴾

"মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোনো ভয়ের আশঙ্কা থাকে।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ২৮]

নরম ব্যবহার (اَلْمُدَارَاةُ) ও চাটুকারিতার (اَلْمُدَاهَنَةُ) মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। নরম ব্যবহার (اَلْمُدَارَاةُ) কাফিরদের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জায়েয। কিন্তু চাটুকারিতার মাধ্যমে (اَلْمُدَاهَنَةُ) কাফিরদের সন্তুষ্ট করার জন্য দীনের কোনো অংশ বাদ দেয়া জায়েয নেই। আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন,

﴿فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ۝٨ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۝٩﴾

"অতএব, তুমি মিথ্যারোপকারীদের আনুগত্য করো না। তারা কামনা করে, যদি তুমি আপোষকামী হও, তবে তারাও আপোষকারী হবে।" [সূরা ৬৮; আল-ক্বলাম ৮-৯]

যখন কাফিরগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রস্তাব নিয়ে আসলো যে, তারা এক বছর আল্লাহর ইবাদাত করবে, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বছর তাদের মা'বুদদের ইবাদাত করবেন। আল্লাহ তাআলা সূরা নাযিল করে নিষেধ করে দিলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا الْكٰفِرُونَ ۝١ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٣ وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝٤ وَلَآ أَنْتُمْ عٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝٦﴾

“বল, হে কাফিররা, তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর তোমরা যার ইবাদাত করছ আমি তার ইবাদাতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।” [সূরা ১০৯; আল-কাফিরূন]

তাদের এ প্রস্তাবে সাড়া দিতে তাকে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾﴾

“আর তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আমি তোমাকে যে ওহী দিয়েছি, তা থেকে তারা তোমাকে প্রায় ফিতনায় ফেলে দিয়েছিল, যাতে তুমি আমার নামে এর বিপরীত মিথ্যা রটাতে পার এবং তখন তারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত। আর আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম, তবে অবশ্যই তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তে, তখন আমি অবশ্যই তোমাকে আস্বাদন করাতাম জীবনের দ্বিগুণ ও মরণের দ্বিগুণ আযাব। তারপর তুমি তোমার জন্য আমার বিরুদ্ধে কোনো সাহায্যকারী পাবে না।” [সূরা ১৭; আল-ইসরা ৭৩-৭৫]

***

[নয়]
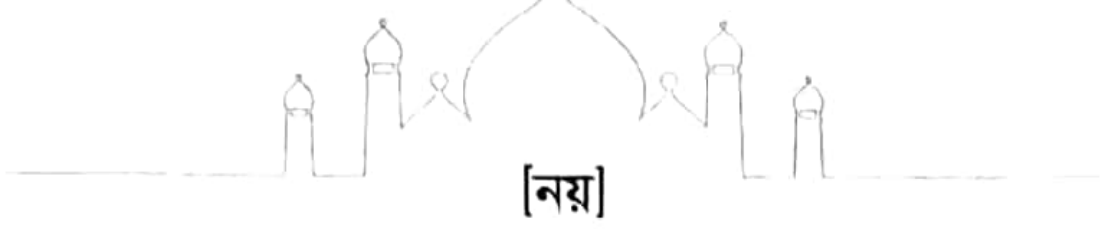
কারো জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনীত শরী'আতের বাইরে অবস্থানের সুযোগ রয়েছে; এমনটা মনে করা

مَنْ اِعْتَقَدَ أَنَّ بَعْضَ النَاسِ يَسَعُهُ الخُرُوْجُ عَنْ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَسِعَ الخَضِرَ الخُرُوجُ عَنْ شَرِيْعَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَهُوَ كَافِرٌ

"যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, যেমনিভাবে খিদির আলাইহিস সালামের জন্য মূসা আলাইহিস সালামের শরী'আতের বাইরে থাকা সম্ভব হয়েছিল, তেমনিভাবে কারো কারো জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত শরী'আত থেকে বাইরে থাকা সম্ভব, সেও কাফির বলে গণ্য হবে।"

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের বৈশিষ্ট্যসমূহ

خَصَائِصُ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(১) আল্লাহ আয্‌যা ওয়াজাল্লা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষ, জিন, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, আরব, অনারব সকলের নিকট নবী ও রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। সকল মানুষ ও জিনের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা (اِتِّبَاعٌ) আল্লাহ তাআলা ফরয করে দিয়েছেন। এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»

"অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।" [সহীহ বুখারী: ৪৩৮, সহীহ মুসলিম: ৫২১]

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ اَرۡسَلۡنٰکَ اِلَّا کَآفَّۃً لِّلنَّاسِ بَشِیۡرًا وَّ نَذِیۡرًا﴾

"আর আমি তো কেবল তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।" [সূরা ৩৪; সাবা ২৮]

﴿قُلۡ یٰۤاَیُّهَا النَّاسُ اِنِّیۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ اِلَیۡکُمۡ جَمِیۡعَۨا الَّذِیۡ لَهٗ مُلۡکُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ یُحۡیٖ وَ یُمِیۡتُ ۪ فَاٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ النَّبِیِّ الۡاُمِّیِّ الَّذِیۡ یُؤۡمِنُ بِاللّٰهِ وَ کَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوۡهُ لَعَلَّکُمۡ تَهۡتَدُوۡنَ﴾

"বল, 'হে মানুষ, আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যার রয়েছে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আন ও তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের প্রতি ঈমান রাখে। আর তোমরা তাঁর অনুসরণ কর, আশা করা যায়, তোমরা হিদায়াত লাভ করবে।" [সূরা ৮; আল-আ'রাফ ১৫৮]

ইয়াহুদী ও নাসারাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اَلَّذِیۡنَ یَتَّبِعُوۡنَ الرَّسُوۡلَ النَّبِیَّ الۡاُمِّیَّ الَّذِیۡ یَجِدُوۡنَهٗ مَکۡتُوۡبًا عِنۡدَهُمۡ فِی التَّوۡرٰىۃِ وَ الۡاِنۡجِیۡلِ ۫ یَاۡمُرُهُمۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ یَنۡهٰهُمۡ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیۡهِمُ الۡخَبٰٓئِثَ وَ یَضَعُ عَنۡهُمۡ اِصۡرَهُمۡ وَ الۡاَغۡلٰلَ الَّتِیۡ کَانَتۡ عَلَیۡهِمۡ ؕ فَالَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا بِهٖ وَ عَزَّرُوۡهُ وَ نَصَرُوۡهُ وَ اتَّبَعُوا النُّوۡرَ الَّذِیۡۤ اُنۡزِلَ مَعَهٗۤ ۙ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ﴾

"যারা অনুসরণ করে রাসূলের, যে উম্মী নবী; যার গুণাবলি তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জীলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃঙ্খল, যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে। সুতরাং, যারা তার প্রতি ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং তার সাথে যে নূর নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।" [সূরা ৮; আল-আ'রাফ ১৫৭]

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

"সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহুদী হোক আর খ্রিস্টান হোক, যে ব্যক্তিই আমার এ রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।" [সহীহ মুসলিম: ১৫৩]

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তাওরাতের কয়েকটি পাতা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন,

«أَمُتَهَوِّكُوْنَ فِيْهَا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً، لَا تَسْأَلُوْهُمْ عَنْ شَيْءٍ فَيُخْبِرُوْكُمْ بِحَقٍّ فَتُكَذِّبُوْا بِهِ، أَوْ بِبَاطِلٍ فَتُصَدِّقُوْا بِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ مُوْسَى كَانَ حَيًّا، مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي»

"হে খাত্তাবের বেটা! তোমরা কি এ বিষয়ে সংশয়ী? ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি তো তোমাদের কাছে আল্লাহর দীন নিয়ে এসেছি শুভ্র-সমুজ্জ্বলরূপে। ওদেরকে কোনো বিষয় জিজ্ঞেস করো না। হতে পারে ওরা কোনো হক কথা বলবে, কিন্তু তোমরা তা অস্বীকার করবে অথবা কোনো নাহক কথা বলবে আর তোমরা তা কবুল করবে। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! মূসা যদি জীবিত থাকতেন তাহলে তাঁরও আমার অনুসরণ ছাড়া অন্য কোনো অবকাশ থাকত না।" [আহমদ, আল-মুসনাদ (২৩/৩৪৯): ১৫১৫৬; আলবানী, ইরওয়াউল-গালীল (৬/৩৪): ১৫৮৯; হাদীসটি হাসান]

(২) আল্লাহ আয্যা ওয়াজাল্লা সমস্ত নবী আলাইহিমুস সালামগণ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করবেন, তাদের কেউ জীবিত থাকলে যেন অবশ্যই তাঁর অনুসরণ (اِتِّبَاعٌ) করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلّٰى بَعْدَ

ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۸۲﴾ اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ﴿۸۳﴾﴾

"আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে যে কিতাব ও হিকমত দিয়েছি, অতঃপর তোমাদের সাথে যা আছে তা সত্যায়নকারীরূপে একজন রাসূল তোমাদের কাছে আসবে, তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, 'তোমরা কি স্বীকার করেছ এবং এর উপর আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছ'? তারা বলল, 'আমরা স্বীকার করলাম'। আল্লাহ বললেন, 'তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম'। সুতরাং এরপর যারা ফিরে যাবে, তারা তো ফাসিক। তারা কি আল্লাহর দীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদেরকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ৮১-৮৩]

(৩) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দীন পূর্ববর্তী সকল দীনকে রহিত করে দিয়েছে। এজন্য শেষ যুগে যখন ঈসা আলাইহিস সালাম আসবেন, তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করবেন, তাঁর শরী'আত অনুযায়ী ফায়সালা করবেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত কোন জিন ও মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেন,

﴿وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۳۰﴾ يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِىَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿۳۱﴾ وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِىَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِى الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ۚ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۲﴾﴾

"আর স্মরণ কর, যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল,

তখন তারা বলল, 'চুপ করে শোনো। তারপর যখন পাঠ শেষ হলো তখন তারা তাদের কাওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল। তারা বলল, 'হে আমাদের কাওম, আমরা তো এক কিতাবের বাণী শুনেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী কিতাবকে সত্যায়ন করে আর সত্য ও সরল পথের প্রতি হিদায়াত করে'। 'হে আমাদের কাওম, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে রক্ষা করবেন'। আর যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না সে জমিনে তাকে অপারগকারী নয়। আর আল্লাহ ছাড়া তার কোনো অভিভাবক নেই। এরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।" [সূরা ৪৬; আল-আহক্বাফ ২৯-৩২]

সুতরাং যে জিন ও মানুষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত গ্রহণ করবে না, তাঁর অনুসরণ করবে না, সে ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী।

শরী'আতের আওতামুক্ত মনে করার বিকৃত দলীল (اَلدَّلِيْلُ الْبَاطِلُ)

যারা বলে থাকে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত থেকে বের হওয়ার সুযোগ রয়েছে, তারা মুসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে খিদির আলাইহিস সালামের ঘটনাকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা আল কুরআনুল কারীমে সূরা আল-কাহ্ফে খিদিরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূসা আলাইহিস সালাম তার জাতির সামনে আলোচনা করতে গিয়ে তারা মূসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, বর্তমানে পৃথিবীতে আপনার চাইতে কোন বড় জ্ঞানী আছে কি-না? তিনি বললেন, না। মহান আল্লাহ বললেন, পৃথিবীতে আমার একজন বান্দা রয়েছে এরূপ, এরূপ। তার কাছে এমন ইলম রয়েছে, যা তোমার কাছে নেই। অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম ঐ বান্দাটির নিকট গেলেন, তার থেকে ইলম নেওয়ার উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦١﴾ فَلَمَّا
جَاوَزَا قَالَ لِفَتَىٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا ﴿٦٢﴾ قَالَ
أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا الشَّيْطَٰنُ أَنْ
أَذْكُرَهُۥ ۚ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۚ فَارْتَدَّا عَلَىٰٓ

اٰثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَاۤ اٰتَیْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ قَالَ لَهٗ مُوْسٰی هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰۤی اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِیَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ ﴾

"আর স্মরণ কর, যখন মূসা তার সহচর যুবকটিকে বলল, আমি চলতে থাকব যতক্ষণ না দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হব কিংবা দীর্ঘ সময় কাটিয়ে দেব। এরপর যখন তারা তাদের দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে উপনীত হলো, তখন তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল। ফলে মাছটি নালার মতো করে সমুদ্রে তার পথ করে নিল। অতঃপর যখন তারা অগ্রসর হলো তখন সে তার যুবককে বলল, 'আমাদের সকালের খাবার নিয়ে আস। আমাদের এই সফরে আমরা অনেক ক্লান্তির মুখোমুখি হয়েছি'। সে বলল, আপনি কি লক্ষ করেছেন যে, যখন আমরা পাথরটিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছটি হারিয়ে ফেলি। আর আমাকে তা স্মরণ করতে ভুলিয়েছে কেবল শয়তান এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে'। সে বলল, 'ঐ স্থানটিই আমরা খুঁজছি। তাই তারা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পেছনে ফিরে গেল'। অতঃপর তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এক বান্দাকে পেল, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছি এবং তাকে আমার পক্ষ থেকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছি। মূসা তাঁকে বলল, 'আমি কি আপনাকে এই শর্তে অনুসরণ করব যে, আপনাকে যে সঠিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তা আমাকে শিক্ষা দেবেন'? সে বলল, 'আপনি কখনো আমার সাথে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না'।" [সূরা ১৮; আল-কাহ্ফ ৬০-৬৭]

সর্বশেষে খিদির আলাইহিস সালাম বললেন,

﴿ وَمَا فَعَلْتُهٗ عَنْ اَمْرِیْ ﴾

"আমি নিজ থেকে তা করিনি।" [সূরা ৮২; আল-কাহ্ফ ৮২]

উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি (খিদির) মূসা আলাইহিস সালামকে বললেন,

«إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَكَهُ اللهُ لَا أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ»

"আল্লাহ তাঁর ইল্ম হতে এমন এক ইল্ম তোমাকে দিয়েছেন, যা আমি জানি না এবং আল্লাহ তাঁর ইল্ম হতে এমন এক ইল্ম আমাকে দিয়েছেন, যা তুমি জান না।" [সহীহ বুখারী: ৪৭২৭; সহীহ মুসলিম: ২৩৮০]

খিদির আলাইহিস সালামের পরিচয় (مَنْ هُوَ الْخَضِرُ)

খিদির আলাইহিস সালামকে নিয়ে আহলুল ইলমদের (أَهْلُ الْعِلْمِ) মধ্যে মতভেদ রয়েছে-

প্রথমত: তিনি নবী নাকি ওলী?

কারো কারো কাছে- তিনি একজন নবী ছিলেন। কেননা এ সকল অস্বাভাবিক ঘটনা নবীদের মু'জিযার মতো।

কারো কারো কাছে- তিনি নবী ছিলেন না, তিনি একজন ওলী ছিলেন। এ সকল কর্মকাণ্ড মু'জিযা নয়, এগুলো কারামাত।

দ্বিতীয়ত: খিদির আলাইহিস সালাম জীবিত নাকি মৃত?

বিশুদ্ধ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, খিদির আলাইহিস সালাম মারা গিয়েছেন।

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۖ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ﴾

"আর তোমার পূর্বে কোনো মানুষকে আমি স্থায়ী জীবন দান করিনি। সুতরাং, তোমার মৃত্যু হলে তারা কি অনন্ত জীবনসম্পন্ন হয়ে থাকবে?" [সূরা ২১; আল-আম্বিয়া ৩৪]

আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লা জানিয়ে দিলেন যে, এ সৃষ্টিজগতের কেউ স্থায়ী নয়, সবাইকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। মহান আল্লাহর বাণী-

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾

"জমিনের উপর যা কিছু রয়েছে, সবই ধ্বংসশীল।" [সূরা ৫৫; আর-রাহমান ২৬]

খিদির আলাইহিস সালাম আল্লাহর একজন বান্দা। তিনি অন্যান্য বান্দাদের মতোই ধ্বংসশীল।

তিনি যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন এবং তাঁর অনুসরণ করতেন। কেননা, তিনি সকল মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছেন। এমন কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি যে, খিদির আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

তৃতীয়ত: খিদির আলাইহিস সালাম কেন মূসা আলাইহিস সালামের শরী'আত অনুসরণ করেননি?

মূসা আলাইহিস সালামের শরী'আত সমগ্র মানুষের জন্য ছিল না। শুধুমাত্র বনী ইসরাঈলের জন্য খাস ছিল। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণ একটি নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন।

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً»

"অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।" [সহীহ বুখারী: ৪৩৮; সহীহ মুসলিম: ৫২১]

খিদির আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের শরী'আতের আওতামুক্ত ছিলেন, একথা বলা যাবে না। কারণ, তিনি তো মূলত মূসা আলাইহিস সালামের উম্মাতই ছিলেন না। তাহলে আওতামুক্ত হবেন কিভাবে?

শরী'আতের আওতামুক্ত মনে করার ধরনসমূহ

(كَيْفِيَّاتُ الْخُرُوْجِ عَنْ شَرِيْعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

মুহাম্মাদ আলাইহিস সালামের শরী'আত থেকে বের হওয়া কয়েক ধরনের হতে পারে। তন্মধ্যে কিছু কুফরী, আর কিছু কুফরী নয়, ভ্রষ্টতা (ضَلَالَةٌ)। শরী'আত থেকে সম্পূর্ণ বের হওয়া, অথবা আংশিক বের হওয়া। যদি কোনো ব্যক্তি শরী'আত থেকে বের হয়, আর বের হওয়াকে বৈধ মনে করে তাহলে তা কুফরী হবে। আর কোনো ব্যক্তি শরী'আত থেকে বের হয়েছে, কিন্তু বের হওয়াকে বৈধ মনে করে না, তাহলে এটি কুফরী হবে না, গোমরাহী হবে।

(ক) কিছু সুফী বলে থাকে, যখন কেউ আল্লাহর মা'রিফাতের (اَلْمَعْرِفَةُ بِاللهِ) স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের অনুসরণ প্রয়োজন হয় না (نَعُوْذُ بِاللهِ)। কারণ, শরী'আত সাধারণ মানুষের জন্য, এ ব্যক্তি এখন আর সাধারণ মানুষ নেই, এ ব্যক্তি এখন আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুতরাং, এ ব্যক্তির এখন আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। তারা আরো বলে, আমরা ইল্‌ম গ্রহণ করি আল্লাহর থেকে সরাসরি, আর

তোমরা ইল্‌ম গ্রহণ কর মৃত ব্যক্তিদের থেকে। "مَيِّتٌ عَنْ مَيِّتٍ" অর্থাৎ হাদীসের সনদ ও তাফসীরকে বুঝায়। তারা আরো বলে, এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার কারণে তাদের থেকে শরী'আত রহিত হয়ে যায়। তাদের আর সালাতের প্রয়োজন নেই, আল্লাহর কোনো ইবাদাতের প্রয়োজন নেই। তারা হালাল-হারামের বিধি-বিধান মানতে বাধ্য নয়, তাদের জন্য ব্যভিচার, সমকামিতা, গান-বাজনা প্রভৃতি হালাল (نَعُوْذُ بِاللهِ)।

এ জাতীয় কথা-বার্তা যারা বলে থাকে, তারা আসলেই পাগল। আর পাগলের উপর শরী'আতের বিধি-বিধান প্রযোজ্য নয়। আর যদি কেউ সজ্ঞানে বলে তাহলে তা হবে আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লার প্রতি মিথ্যারোপ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামগণের প্রতি কুফরী। ইবাদাত, ইলম, আল্লাহর মা'রিফাত যত বেশিই হোক না কেন, কোনো ব্যক্তিরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত থেকে বের হওয়ার সুযোগ নেই, বরং ইলম যত বাড়বে ততই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ (إِتِّبَاعٌ) বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ জাতীয় আকীদাসমূহ পোষণ করবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে। কারণ সে কুরআনের প্রতি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কুফরী করল। তাদের কুফরীর ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা হয়ে গিয়েছে।

(খ) আবার কেউ কেউ এ আকীদা পোষণ করে যে, দীন ও রাষ্ট্র আলাদা। দীন ও ইবাদাতসমূহ মসজিদের ভেতর সীমাবদ্ধ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলো মানুষেরাই নির্ধারণ করবে। এ মতবাদের সূত্র হলো, "ধর্ম আল্লাহর, দেশ সবার (اَلدِّيْنُ لِلّٰهِ وَالْوَطَنُ لِلْجَمِيْعِ)"। এ মতবাদে বিশ্বাসীরাও ঐ জাহেল সুফীদের মতোই। অজ্ঞ সুফীরা বলে, কিছু ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত থেকে আওতামুক্ত। এ মতবাদে বিশ্বাসীরা বলে, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের আওতামুক্ত। সুতরাং এ মতবাদে বিশ্বাসী হলে তাদেরও ঈমান ভেঙে যাবে।

(গ) আবার এক শ্রেণির ধার্মিক রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, আকীদার বিষয় কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নেওয়া জরুরি নয়। আকীদা আকলী বা যৌক্তিক দলীলের উপর নির্ভরশীল। এজন্য তারা আকীদার ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসকে সরল অর্থে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে না, বরং তারা ইলমে কালাম (عِلْمُ الْكَلَامِ) ও যুক্তিবিদ্যা

(عِلْمُ الْمَنْطِقِ) প্রভৃতির মাধ্যমে আকীদা গ্রহণ করে। তারা আকীদাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের আওতামুক্ত মনে করে। অথচ আক্বীদাই হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের মূল বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿...وَ إِنَّهُ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾﴾

"...অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। কোনো মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না। সম্মুখ হতেও নয়, পশ্চাৎ হতেও নয়; এটা প্রজ্ঞাময় প্রশংসা আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" [সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪১-৪২]

(ঘ) আবার কিছু কিছু লোক রয়েছে, যারা বলে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আত ঐ যুগের জন্য প্রযোজ্য ছিল। বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে এ শরী'আত প্রযোজ্য নয়। এটিও কুফরী। কারণ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম ।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৩]

(ঙ) অনুরূপ তারাও এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা দীনের মধ্যে কোন বিদ'আত তৈরি করবে, আর বিশ্বাস করবে যে, এ বিদ'আতটিই উত্তম এবং আল্লাহ 'আয্যা ওয়া জাল্লার নিকটবর্তী হওয়ার এটিই সহজ উপায়। এটিও কিছু কিছু বিষয়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী'আতের বাইরে মনে করার শামিল। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করল যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।" [সহীহ মুসলিম: ১৭১৮]

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ فَهُوَ رَدٌّ»

“কেউ আমাদের এ শরী‘আতে নাই এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটালে তা প্রত্যাখ্যাত।” [সহীহ বুখারী: ২৬৯৭; সহীহ মুসলিম: ১৭১৮]

ইরবাদ ইবনে সারিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

“সাবধান! (ধর্মে) প্রতিটি নব আবিষ্কার সম্পর্কে! কারণ প্রতিটি নব আবিষ্কার হলো বিদ‘আত এবং প্রতিটি বিদ‘আত হলো ভ্রষ্টতা।” [সুনান আবূ দাউদ: ৪৬০৭; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

এটিও ঈমান ভঙ্গের কারণ। তবে যদি সুন্নাতটিকে উত্তম বলে বিশ্বাস করে, আবার বিদ‘আতটিও করে তা কুফরী নয়, তা গোমরাহী।

(চ) অনুরূপ যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কিয়ামত পর্যন্ত নবুওয়াতের দাবি করবে এবং যারা ঐ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারকে অনুসরণ করবে তারা কাফির বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾

“মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়; তবে আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী।” [সূরা ৩৩; আল-আহযাব ৪০]

ছাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«سَيَكُوْنُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي»

“আমার উম্মাতের মধ্যে খুব শীঘ্রই ত্রিশজন ডাহা মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে। এদের সকলেই দাবি করবে যে, সে নবী। অথচ আমিই সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই।” [জামে’ আত-তিরমিযী: ২২১৯; সুনান আবূ দাউদ: ৪২৫২; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।]

***

[দশ]

দীন থেকে বিমুখ হওয়া, দীনের আবশ্যকীয় বিধানাবলি শেখার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ

اَلْإِعْرَاضُ عَنْ دِيْنِ اللهِ تَعَالٰي لَا يَتَعَلَّمُهُ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ

"মহান আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া, দীন শিখতে বা দীনের আদেশ নিষেধ অনুসারে কাজ করার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়া।"

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ﴾

"আর তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যাকে স্বীয় রবের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেয়ার পর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" [সূরা ৩২; আস-সাজদাহ ২২]

মহান আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া কুফরী। এ ব্যাপারে আল-কুরআনুল কারীমে অসংখ্য আয়াত রয়েছে। যেমন,

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَمَّاۤ اُنْذِرُوْا مُعْرِضُوْنَ ﴾

"আর যারা কুফরী করে, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা বিমুখ।" [সূরা ৪৬; আল-আহক্বাফ ৩]

﴿ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ ﴾

"আর তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে, যা তার দু'হাত পেশ করেছে?" [সূরা ১৮; আল-কাহফ ৫৭]

﴿ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا ﴾

“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘তোমরা এসো, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে’, তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে, তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।” [সূরা ৪; আন-নিসা ৬১]

﴿وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ﴾

“আর যে পরম করুণাময়ের যিকর থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।” [সূরা ৪৩; আয-যুখরুফ ৩৬]

﴿فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى ۙ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَ لَا يَشْقٰى ﴿١٢٣﴾ وَ مَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْٓ اَعْمٰى وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذٰلِكَ اَتَتْكَ اٰيٰتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى ﴿١٢٦﴾﴾

“অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই এক সঙ্কুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার রব, কেন আপনি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালেন? অথচ আমি তো ছিলাম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন? তিনি বলবেন, এমনিভাবেই তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলি এসেছিল, কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবেই আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো।” [সূরা ২০; ত্বা-হা ১২৩-১২৬]

﴿لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ؕ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

“তোমরা পরস্পরকে যেভাবে ডাক রাসূলকে সেভাবে ডেক না; তোমাদের মধ্যে যারা চুপিসারে সরে পড়ে, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে জানেন। অতএব, যারা তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে।” [সূরা ২৪; আন-নূর ৬৩]

দীন থেকে বিমুখ হওয়ার ধরনসমূহ

(كَيْفِيَّاتُ الْإِعْرَاضِ عَنْ دِيْنِ اللهِ تَعَالَى)

উল্লিখিত আয়াতসমূহে মহান আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। দীন থেকে বিমুখ হওয়ার অর্থ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হওয়া। নিম্নে দীন থেকে বিমুখ হওয়ার কিছু ধরন উল্লেখ করা হলো,

(ক) দীন থেকে বিমুখ হওয়ার অন্যতম নিদর্শন হলো, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম না শেখা এবং আমল না করা। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে সতর্কতামূলক অনেক নির্দেশনা রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَآفَّةً ؕ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْۤا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾

"আর মুমিনদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা সকলে একসঙ্গে অভিযানে বের হবে। অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং আপন সম্প্রদায় যখন তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ১২২]

মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ»

"আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের 'ইল্‌ম দান করেন।" [সহীহ বুখারী: ৭১; সহীহ মুসলিম: ১০৩৭]

ইলম শিক্ষা করা দু'ধরনের হয়ে থাকে।

প্রথমত: এমন ইলম যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষের উপর ফরযে আইন। এ ইলম না শেখার কোনো ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক মুসলিম নারী ও পুরুষকে অবশ্যই সহীহ আকীদা সম্পর্কে জ্ঞান এবং তার বিপরীত বাতিল আকীদার জ্ঞান লাভ করতেই হবে। ইসলামের পাঁচটি রুকন সম্পর্কে অর্থাৎ শাহাদাতাইন, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয়ত: এমন ইলম, যা প্রত্যেকের জন্য ফরযে আইন নয়, এটি অর্জন করা ফরযে কিফায়াহ। সমাজের কিছুসংখ্যক মানুষ এ ইলম অর্জন করলে সবার থেকে ফরয আদায় হয়ে যাবে। এ ইলম হলো- লেনদেন, উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক, দণ্ডবিধি প্রভৃতির জ্ঞান অর্জন করা।

(খ) দীন থেকে বিমুখ হয়ে উপেক্ষা করে দীনের জ্ঞান অর্জন না করা কুফরী। ঠিক একইভাবে ইলম শিক্ষা লাভ করল, কিন্তু আমল করার কোনো আগ্রহ নেই এটাও কুফরী, তবে অলসতার কারণে বা অক্ষমতার কারণে আমল না করলে তা কুফরী নয়। যখন কেউ সালাত কায়েম করে না, সিয়াম আদায় করে না, যাকাত প্রদান করে না, সামর্থ্য থাকার পরেও হজ্জ করে না, ফরয ইবাদাতগুলো করে না, হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে না, অর্থাৎ আমলের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই, এটিও ঈমান ভঙ্গের কারণ।

মুরজিয়াগণ বলে থাকে, ঈমানের জন্য আমলের কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র অন্তরের বিশ্বাস ও সত্যায়নই যথেষ্ট। কিন্তু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের (أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ) মতে, কোনো ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে সালাত কায়েম করতে, সিয়াম পালন করতে, যাকাত আদায় করতে, ফরয হজ্জ আদায় করতে, হারাম থেকে বিরত থাকতে অথবা ফরয ইবাদাত আদায় করতে অস্বীকার করে এটাও ঈমান ভঙ্গের কারণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

"আর যে ঈমানের সাথে কুফরী করবে, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা ৫; আর-মায়িদাহ ৫]

প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই দুটি কাজ করতে হবে। দীনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে, তদানুযায়ী আমল করতে হবে। ইলম ও আমল দুটিই আবশ্যক। আমলবিহীন ইলম যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, ঠিক তেমনি ইলমবিহীন আমলও গ্রহণযোগ্য নয়। একটি আরেকটির সাথে সম্পৃক্ত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ﴾

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দীনের উপর বিজয়ী করেন।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৩৩]

এ আয়াতে হিদায়াত (اَلْهُدَىٰ) বলতে উপকারী ইলম (اَلْعِلْمُ النَّافِعُ) এবং সত্য দীন (دِيْنُ الْحَقِّ) বলতে নেক আমল (اَلْعَمَلُ الصَّالِحُ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র ইলম নিয়ে প্রেরিত হননি, আবার শুধুমাত্র আমল নিয়েও প্রেরিত হননি। তিনি ইলম ও আমল দু'টি সহকারেই প্রেরিত হয়েছেন।

সূরা আল-ফাতিহায় আল্লাহ তাআলা দুই শ্রেণীর পথভ্রান্ত লোকের বর্ণনা দিয়েছেন। এক শ্রেণির লোক ইলমকে গ্রহণ করেছে, আমলকে ছেড়ে দিয়েছে, তারা হলো ইহুদী। আল্লাহ তাআলা এদেরকে اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ বা গজবপ্রাপ্ত বলেছেন। আরেক শ্রেণীর লোক আমলকে গ্রহণ করেছে, ইলমকে ছেড়ে

দিয়েছে, এরা হলো খ্রিস্টান। এদেরকে আল্লাহ 'আয্‌যা ওয়া জাল্লা - اَلضَّالِّيْنَ বা গোমরাহ বলেছেন। অনুরূপভাবে কিছু ভ্রান্ত সুফী রয়েছে, যারা আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লার ইবাদাত করেন ইলমবিহীন, মূর্খতার সাথে। তারা বলে তুমি আমল করতে থাকলে ইলম তোমার অন্তরে ঢেলে দেয়া হবে। ইলম কিতাব থেকে নেওয়া লাগে না, ইলম সিনায় সিনায় স্থানান্তরিত হয়। এটাও গোমরাহী। যে ব্যক্তি ইলম থেকে বিমুখ হয়ে ইলম শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান করে সে কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে। আবার যে ব্যক্তি ইলমের পরেও আমলকে প্রত্যাখ্যান করে, সেও কাফির হিসেবে বিবেচিত হবে।

ইলম শিক্ষা করার উদ্দেশ্য হলো তদানুযায়ী আমল করা। শুধুমাত্র জানার উদ্দেশ্যে বা তাকে আলিম বলার উদ্দেশ্যে বা প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বা মানুষের নিকট একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা লাভ করলে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ. فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ»

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন, যে শহীদ হয়েছিল। তাঁকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাশির

কথা তাকে বলবেন এবং সে তার সবটাই চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর বিনিময়ে 'কী আমল করেছিলে?' সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর। তা বলা হয়েছে, এরপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে, যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে, যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে, যাতে লোকে বলে, তুমি একজন ক্বারী। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিত্ত-বৈভব দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাঁকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোক্তিও করবে।) তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী 'আমল করেছ?' জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই, যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [সহীহ মুসলিম: ১৯০৫; জামে' আত-তিরমিযী: ২৩৮২]

(গ) কিছু মানুষ হককে প্রত্যাখ্যান করে ইলমকে গ্রহণ করে না, এরাও অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এটাও হকের প্রতি অহংকার করার কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾

“আর যারা কুফরী করে, তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তা থেকে তারা বিমুখ।” [সূরা ৪৬; আল-আহক্বাফ ৩]

(ঘ) কিছু মানুষ তাদের বাপ-দাদাদের সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করার জন্য দলীলকে প্রত্যাখ্যান করে, হক গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, তারা পূর্বের অবস্থার উপরে থাকার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয়ী। যারা কবরকেন্দ্রিক ইবাদাত করে, তারা হককে গ্রহণ করে না, বরং বাতিল আকীদার প্রচার-প্রসারে ব্যস্ত থাকে। যতই তাদের সামনে কুরআন ও সুন্নাহর দলীল পেশ করা হোক, তাওহীদ ও সুন্নাহর আলোচনা করা হোক, বরং তারা কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃত ব্যাখ্যা পেশ করে থাকে, তাওহীদ ও সুন্নাহর আলোচনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এটাও বিশুদ্ধ দীন থেকে বিমুখ হওয়া এবং বাতিল দীনের উপর সন্তুষ্ট থাকা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ﴾

“আর যারা বাতিলে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত’।” [সূরা ২৯; আল-‘আনকাবূত ৫২]

যখন আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত হলেন। কারণ, আল্লাহর দীনের দাওয়াত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করার ব্যাপারে তার অনেক অবদান রয়েছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

«يَا عَمِّ، قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ»

অর্থাৎ, “চাচাজান! ‘লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু’ কালেমা পাঠ করুন, তাহলে এর উসীলায় আমি আল্লাহর সমীপে আপনার জন্য সাক্ষী দিতে পারব”। আবূ তালিব সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানালেন, أَنَا عَلٰى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ অর্থাৎ, আমি আবদুল মুত্তালিবের আদর্শের উপরই আছি। [সহীহ বুখারী: ৪৪৯৪; সহীহ মুসলিম: ২৪] তিনি তাওহীদকে প্রত্যাখ্যান করে বাপ-দাদার বাতিল আকীদাকে ধরে রাখলেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُوْٓا اُولِيْ قُرْبٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ﴾

“নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, নিশ্চয়ই তারা প্রজ্বলিত আগুনের অধিবাসী।” [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ১১৩]

(ঙ) কেউ কেউ বলে, মানুষকে তাওহীদ ও আকীদা শিক্ষা দেয়া জরুরি নয়, তারা তো সবাই মুসলিম। মুসলিম আবার আকীদা শিখতে হবে কেন? এ কথাটুকুও দীন শিক্ষা থেকে বিমুখ হওয়ার শামিল। কারণ, দীনের আকীদা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায় না, এটি ইলমের মাধ্যমে লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ মুখে বলে, আর দীন শেখা ও আমল করার প্রয়োজন মনে করে না, এটিও ঈমান ভঙ্গের কারণ। ইসলামে ইলম এর সাথে দীনের সম্পর্ক থাকার কারণে ইলম শিক্ষাকে এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ»

"যে লোক জ্ঞানার্জনের জন্য রাস্তায় বের হয়, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোনো একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের উপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকটবর্তীদের (ফেরেশতাগণের) মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন।" [সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯]

ইলম ও উলামায়ে কিরাম না থাকলে উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوْا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَأَضَلُّوْا»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মানুষের কাছ থেকে ইলম ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি আলিম সম্প্রদায়কে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন।

এমনকি যখন একজন আলিমও থাকবে না তখন মানুষেরা মূর্খ মানুষদেরকে নেতা বানিয়ে নেবে। মানুষ তাদের নিকট সামাধান চাইবে, এরপর তারা না জেনে ফাতাওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং মানুষদের ' গোমরাহ করবে।" [সহীহ বুখারী: ১০০; সহীহ মুসলিম: ২৬৭৩]

আবূ উমামাহ আল-বাহেলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتَ لَيُصَلُّوْنَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ»

"তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবিদের উপর। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্, তাঁর ফেরেশতাগণ এবং আসমান-জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়।" [জামে' আত-তিরমিযী: ২৬৮৫; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

আবূ বারযাহ আল-আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمَا فَعَلَ فِيْهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلَاهُ؟»

"কোনো বান্দার পদদ্বয় কিয়ামত দিবসে এতটুকুও সরবে না, তাকে এ কয়টি বিষয় সম্পর্কে যে পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা হবে– কিভাবে তার জীবনকালকে অতিবাহিত করেছে; তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী কী আমল করেছে; কোথা হতে তার ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে ও কোন কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং কী কী কাজে তার শরীর বিনাশ করেছে।" [জামে আত-তিরমিযী: ২৪১৭; শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন]

উপসংহার

ঈমান ও ইসলাম বিনষ্টকারী এ সকল বিশ্বাস ও কর্ম হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক বা ইচ্ছাকৃত যেভাবেই করুক না কেন, তার ঈমান ও ইসলাম ভেঙ্গে যাবে এবং তার আমলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। কাফিরদের ভয়ে কোনো কুফরী বাক্য উচ্চারণ করা বা কোনো কুফরী কর্ম করা বৈধ নয়। যেমন- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্য যবেহ করা, ইসলাম ও মুসলিমদের গালি দেয়া প্রভৃতি। তবে যখন কাফিররা তাকে বাধ্য করবে, তখন শর্ত সাপেক্ষে কুফরী করা বৈধ, যেমন-

১. কুফরী করতে বাধ্য হওয়া। তবে আগে থেকে তাদের ভয়ে নয়।

২. অন্তরে ঈমান পরিপূর্ণরূপে থাকা। শুধুমাত্র মুখে কুফরী শব্দ উচ্চারণ করবে, কিন্তু অন্তর ঈমান দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে।

৩. তার উদ্দেশ্য থাকবে শুধুমাত্র নির্যাতন প্রতিরোধ করা, কাফিরদের সন্তুষ্ট করা নয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী-

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾﴾

"যে ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে এবং যারা তাদের অন্তর কুফরী দ্বারা উন্মুক্ত করেছে, তাদের উপরই আল্লাহর ক্রোধ এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা আযাব। ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে বাধ্য করা হয় (কুফরী করতে) অথচ তার অন্তর থাকে ঈমানে পরিতৃপ্ত। এটা এ জন্য যে, তারা আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে পছন্দ করেছে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির কাওমকে হিদায়াত করেন না।" [সূরা ১৬; আন-নাহল ১০৬-১০৭]

তবে কেউ যদি বাধ্য হওয়ার পরেও কুফরী শব্দ উচ্চারণ না করে, এটা আরো উত্তম। যেমন- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ কুরআন সৃষ্ট (خَلْقُ الْقُرْآن) আকীদা প্রসঙ্গে নির্যাতিত হওয়ার পরেও কুফরী উচ্চারণ করেন নি।

‘ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণ’ বইটি অধ্যয়নের পর আমরা যে বিষয়গুলো জানতে পারলাম, তার সারসংক্ষেপ হলো, ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের প্রধান দশটি কারণ নিম্নরূপ-

১. মহান আল্লাহর ইবাদাতে কাউকে শরিক বা অংশীদার সাব্যস্ত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ইবাদাতে তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ক্ষমা করবেন না, এতদ্ব্যতীত যা কিছু অপরাধ আছে তা যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করবেন।” [সূরা ৪; আন-নিসা ১১৬]

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

“নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করে তার উপর আল্লাহ তাআলা জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। তার আবাস হবে জাহান্নামে, আর (শির্ককারী) অত্যাচারীদের কোনো সাহায্যকারী নেই।” [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৭২]

২. যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর মাঝে কোনো মাধ্যম নির্ধারণ করে তাদের কাছে কিছু চাইবে ও তাদের সুপারিশ প্রার্থনা করবে এবং তাদের উপর ভরসা করবে, সে ব্যক্তি উম্মাতের সর্বসম্মত মতে কাফির হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾

“জেনে রাখুন! অবিমিশ্র-বিশুদ্ধ আনুগত্য (হবে) একমাত্র আল্লাহরই জন্য। যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, (তারা নিজেদের এ যুলুমের সাফাই দিতে গিয়ে বলে যে) ‘আমরা তো আসলে তাদের ইবাদত করি এ জন্য, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌঁছে দেয়।’ তারা যেসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে,

(কিয়ামতের দিন) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন। (আর) আল্লাহ মিথ্যাবাদী চরম কাফিরকে হেদায়াত করেন না।" [সূরা ৩৯; আয-যুমার ৩]

﴿وَ يَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُوْلُوْنَ هٰۤؤُلَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ ؕ قُلْ اَتُنَبِّـُٔوْنَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَ لَا فِي الْاَرْضِ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন (সব) কিছুর ইবাদাত করে, যা না পারে তাদের কোনো ক্ষতি করতে, না পারে তাদের উপকার করতে (কিছুই পারে না)। তারা দাবি করে, 'এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য সুপারিশকারী (হবে), আপনি বলে দিন, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও জমিনের এমন কোনো সংবাদ দিতে চাচ্ছ, যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা (তাঁর সাথে) যে শির্ক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে'।" [সূরা ১০; ইউনুস ১৮]

৩. যেসব মুশরিক, যারা আল্লাহর ইবাদাতে এবং তাঁর সার্বভৌমত্বে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে, তাদেরকে কাফির মনে করবে না বা তাদের কাফির হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা তাদের দীনকে সঠিক মনে করবে, সে উম্মতের ঐকমত্যে কাফির বলে বিবেচিত হবে।
মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ﴾

"নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) দীন (তথা জীবনব্যবস্থা)।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ১৯]

﴿وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ﴾

"কেউ যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন (মতাদর্শ, জীবনব্যবস্থা) গ্রহণ করতে চায়, কস্মিনকালেও তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা ৩; আলে-ইমরান ৮৫]

৪. যে ব্যক্তি মনে করবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথের চেয়ে অন্য কারো প্রদর্শিত পথ বেশি পূর্ণাঙ্গ অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনব্যবস্থার চেয়ে অন্য কারো শাসনব্যবস্থা বেশি ভালো, কিংবা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের বিচারপদ্ধতির উপর তাগূতি শক্তির তথা আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিচারব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেবে, সে কাফিরদের মধ্যে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴾

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীন-সহ প্রেরণ করেছেন, সকল দীনের উপর তাকে বিজয়ী করার জন্য; এবার মুশরিকরা যতই তা অপছন্দ করুক!" [সূরা ৪১; আস-সাফ্ফ ৯]

জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ»

"উত্তম বাণী হলো, আল্লাহর কিতাব (আল-কুরআন) এবং উত্তম পথ হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত পথ।" [সহীহ মুসলিম: ৮৬৭]

৫. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন, এর সামান্য কিছুও যদি অপছন্দ করে সে কাফির হয়ে যাবে। যদিও সে তার উপর আমলকারী হয় তবুও সে কাফির হয়ে যাবে। এর প্রমাণ আল-কুরআনের বাণী,

﴿ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴾

"আর এটা তথা জাহান্নামে যাওয়া এ জন্যই যে, তারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অপছন্দ করেছে, ফলে তিনি তাদের কর্মকাণ্ড নষ্ট করে দিয়েছেন।" [সূরা ৪৭; মুহাম্মাদ ৯]

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত দীনের (জীবন বিধানের) মৌলিক বিষয়গুলোর সামান্যতম কিছু নিয়ে যদি কেউ ঠাট্টা করে বা দীনের কোনো আমলের পুরস্কার বা শাস্তি নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেও কাফির হয়ে যাবে। তার প্রমাণ আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ﴿٦٦﴾ ﴾

"বলুন! তোমরা কি আল্লাহ ও তাঁর প্রদত্ত বিধানসমূহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা করছ? তোমরা কোনো প্রকার ওজর পেশ করো না। কারণ, তোমরা ঈমান আনার পরে কুফরী আচরণ করেছ।" [সূরা ৯; আত-তাওবাহ ৬৫-৬৬]

৭. জাদু, বাণ-টোনা ও মায়াবিদ্যা দ্বারা সম্পর্ক বিচ্যুতি ঘটানো বা সম্পর্ক স্থাপন করানো। যদি কেউ এগুলো করে বা করতে রাজি হয়, তবে সে কাফির হয়ে যাবে। এর প্রমাণ আল-কুরআনের বাণী,

﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَٰرُوتَ وَمَٰرُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾

"ঐন্দ্রজালিকরা ব্যাবিলন নগরের হারূত ও মারূত নামীয় দুই ফেরেশতার উপর অবতারিত জাদু বিদ্যার অনুসরণ করত। এরা কাউকে জাদু শিক্ষাদানের পূর্বে প্রত্যেককে বলত, দেখ! আমরা পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং, তোমরা কুফরী করো না।" [সূরা ২; আল-বাক্বারাহ ১০২]

৮. মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ অবলম্বন করা এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা কুফরী। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহুদী-খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা আপোষে পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে।" [সূরা ৫; আল-মায়িদাহ ৫১]

৯. যে ব্যক্তি এ কথা বিশ্বাস করবে যে, যেমনিভাবে খিদির আলাইহিস সালামের জন্য মূসা আলাইহিস সালামের শরী'আতের বাইরে থাকা সম্ভব হয়েছিল, তেমনিভাবে কারো কারো জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবর্তিত শরী'আতের বাইরে থাকা সম্ভব, সেও কাফির বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, 'হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহর রাসূল, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনের সার্বভৌমত্বের একচ্ছত্র মালিক।" [সূরা ৭; আল-আ'রাফ ১৫৮]

﴿وَمَآ أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

"(হে নবী!) আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" [সূরা ৩৪; সাবা ২৮]

১০. আল্লাহর দীন থেকে বিমুখ হওয়া, দীন শিখতে বা দীনের আদেশ-নিষেধ অনুসারে কাজ করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করা। এর দলীল মহান আল্লাহর বাণী,

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ﴾

"তার চেয়ে বেশি অত্যাচারী আর কে হতে পারে? যাকে আল্লাহর আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে তা এড়িয়ে গেল। নিশ্চয়ই আমি পাপিদের থেকে প্রতিশোধ নেব।" [সূরা ৪১; আস-সাজদাহ ২২]

এ সমস্ত ইসলাম ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় ঠাট্টা করেই বলুক আর মন থেকে বলুক অথবা ভয়ে ভীত হয়েই বলুক, যেকোনো লোক এ সমস্ত কাজের কোনো একটি করলে কাফির বলে বিবেচিত হবে। তবে যাকে জোর করে এ রকম কোনো কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার হুকুম আলাদা।

এসবই অত্যন্ত বিপজ্জনক, যা আমাদের সমাজে অত্যধিক হারে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলিমমাত্রই এগুলো থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা ও এগুলো থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা মহান আল্লাহর কাছে তাঁর আযাব-গযবে পড়া ও তাঁর কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হওয়া থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম ও ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো জানার ও বুঝার তাওফীক দান করুন। এগুলোর ব্যাপারে সর্তক থাকার তাওফীক দিন। দুনিয়াতে ইসলামের সাথে বেঁচে থাকার এবং ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দিন। আমীন!

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّ آلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ

***

এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের জন্য পরামর্শ রইলো-

১. দুরূসুন ফি শারহি নাওয়াক্বিদিল ইসলাম
-শাইখ ড. সালিহ বিন ফাউযান আল-ফাউযান

২. সুবুলুস সালাম শারহু নাওয়াক্বিদিল ইসলাম
-শাইখ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায

৩. আত-তিবইয়ান শারহু নাওয়াক্বিদিল ইসলাম
-শাইখ সুলাইমান বিন নাসির আল-আলওয়ান

৪. শারহু নাওয়াক্বিদিল ইসলাম
-শাইখ আব্দুর রাজ্জাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর

***